এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ টাটার সঙ্গেও আলোচনার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
বিধায়কদের অভিমুখীকরণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ, বললেন মন্ত্রী অর্জুন সিং ৩

কলকাতা ৪ জুলাই ২০২৬ ২০ আষাঢ় ১৪৩৩ শনিবার বিংশ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 04.07.2026, Vol. 20 Issue No.24, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

কানাডা বনাম মরক্কো
(ভারতীয় সময় রাত ১০.৩০)

গতকালের ফলাফল

সুইজ্যারল্যান্ড -২ আলজেরিয়া-০

গণতন্ত্রের মন্দিরের মর্যাদা রক্ষার ডাক

বিধায়কদের কর্মসূচিতে বার্তা ওম বিড়লার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা শুধু আইন প্রণয়নের জায়গা নয়, গণতন্ত্রের মন্দির। সেখানে শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে প্রতিটি জনপ্রতিনিধির আচরণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটতে হবে। কলকাতায় নবনির্বাচিত বিধায়কদের দু'দিনের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির উদ্বোধন করে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা একথা জানিয়েছেন। নিউটাউন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে ওম বিড়লা বলেন, বিধায়কদের শুধু আইন প্রণয়ন করলেই চলবে না, জনগণের প্রত্যাশা, সংসদীয় শালীনতা এবং জবাবদিহির সংস্কৃতিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি নতুন বিধায়কদের সংসদীয় রীতি, বিধানসভার কার্যপ্রণালী এবং বিভিন্ন কমিটির কাজ সম্পর্কে গভীরভাবে জানার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই জনপ্রতিনিধিদের অন্যতম দায়িত্ব।

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ টেনে লোকসভার স্পিকার বলেন, 'এই রাজ্য আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা, উদ্যোগ ও চেতনার ভূমি। গোটা দেশ পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার সুযোগ রয়েছে।' বিধানসভার কার্যক্রমের সরাসরি সম্প্রচার চালু হওয়ার বিষয়টিকেও স্বাগত জানান তিনি। ওম বিড়লার কথায়, 'স্বচ্ছতা গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি। বিধানসভার লাইভ সম্প্রচার সেই স্বচ্ছতাকে আরও শক্তিশালী করেছে।' ওরিয়েন্টেশন শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর প্রশংসাও করতে শোনা যায় ওম বিড়লাকে। তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর দূরদৃষ্টি রয়েছে। তিনি গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করছেন।' একই সঙ্গে শুভেন্দুর পরিষদীয় দক্ষতারও প্রশংসা করেন তিনি।

রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা করে বলেন, 'এত কম সময়ে এত সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্যিই অভাবনীয়। আমি নিশ্চিত, বাংলার অতীত গৌরবের থেকেও এগিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি।'

এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি, 'ওয়ান নেশন, ওয়ান অ্যাপ্লিকেশন'-এর মাধ্যমে দেশের সব বিধানসভাকে একই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আনার পরিকল্পনার কথাও শুক্রবার তিনি জানান।

সেই মঞ্চ থেকেই বিধানসভার আধুনিকীকরণের একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, বিধানসভার কার্যক্রমের লাইভ সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা চালু এবং সম্পূর্ণ ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, বিধানসভার কাজ আরও স্বচ্ছ ও মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই পদক্ষেপ।

বক্তৃতায় পূর্বতন সরকারের আমলের প্রশাসনিক ও বিধানসভা সংস্কৃতি নিয়েও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী বিধায়কদের প্রশাসনিক বৈঠক ও সরকারি কর্মসূচি থেকে দূরে রাখা হতো। বর্তমান সরকার সেই সংস্কৃতি বদলেছে বলে দাবি করে তিনি জানান, গত দেড় মাসে বিভিন্ন প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে সকল বিধায়ককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার উপ-সভাপতি হরিবংশ, কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু, বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। দু'দিনের এই ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে নবনির্বাচিত বিধায়কদের আইন প্রণয়ন, আর্থিক কার্যপ্রণালী, কমিটি ব্যবস্থা, বিশেষাধিকার, নৈতিকতা এবং নেভা (ন্যাশনাল ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন)-সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

জনপ্রতিনিধিদের প্রাপ্য সম্মান ছিল না, শুভেন্দুর নিশানায় তৃণমূল আমল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন বারবার বিধানসভা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে পূর্বতন সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাকে আরও আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং জনমুখী করে তোলার জন্য একগুচ্ছ উদ্যোগের কথাও ঘোষণা করেন তিনি। বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে নবনির্বাচিত বিধায়কদের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে শুক্রবার বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পূর্বতন তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, আগের সরকারের আমলে জনপ্রতিনিধিদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হত না। একই সঙ্গে বর্তমান সরকারে সেই পরিস্থিতি বদলেছে বলেও তিনি জানান। নবনির্বাচিত বিধায়কদের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, '৬০ মাসের মধ্যে সাড়ে ১১ মাস আমি বিধানসভার বাইরে ছিলাম। বাজেট সেশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন থেকেও আমাকে বের করে দেওয়া হতো।' তাঁর অভিযোগ, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখাই তখনকার বিধানসভা পরিচালনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সেই পরিস্থিতি বদলাতেই উদ্যোগী হয়েছে বর্তমান সরকার। তাঁর কথায়, বিধানসভা কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, এটি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠান। তাই শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে সকল জনপ্রতিনিধিকে সমান মর্যাদা দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। তিনি জানান, গত দেড় মাসে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকগুলিতে বিরোধী বিধায়কদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যা আগে দেখা যেত না।

একইসঙ্গে বিধানসভার আধুনিকীকরণের রূপরেখাও তুলে ধরেন শুভেন্দু। তিনি জানান, বিধানসভার কার্যক্রমের লাইভ সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবস্থা চালু, সম্পূর্ণ ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং ন্যাশনাল ই-বিধান অ্যাপ্লিকেশন (নেভা)-এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিধানসভার গ্রন্থাগার, নথি সংরক্ষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাকেও আধুনিক করার পরিকল্পনার কথা জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লে বিধানসভার কাজ আরও স্বচ্ছ, দ্রুত এবং জনমুখী হবে।

শুক্রবার বক্তব্যের শুরুতে শুভেন্দু অধিকারী বাংলার বিধানসভার ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আজ আমরা যে ভারতমাতার চরণে আশ্রয় পেয়েছি, তার পুরো কৃতিত্ব এই বিধানসভা এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। তিনি না থাকলে আজ আমাদের এই ভাষণ দেওয়া, ভোটে লড়াই করা বা রাজনীতি করার কোনও সুযোগই থাকত না।'

এরপরই তিনি বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল, দুই পূর্ববর্তী সরকারের সমালোচনা করেন। তাঁর কথায়, 'আগে দীর্ঘ ৩৪ বছর শুধু পার্টি অফিস থেকে সব নিয়ন্ত্রণ হত। বিধানসভা থেকে কিছুই হত না। আর গত ১৫ বছরে কী হয়েছে, তা আর নতুন করে বলছি না।'

যদিও এদিন বর্তমান সরকারের কাজের ধরন তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মানুষ এখন পরিস্থিতি বদলে দিয়েছে। আমি গত দেড় মাসে পাঁচবার প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেছি। সেখানে নিজের দলের পাশাপাশি বিরোধী দলের বিধায়কদেরও ডেকেছি। আমাদের বাজেটেও শাসক দলের বিধায়কদের কাজের পাশাপাশি বিরোধীদের কাজের জন্যও বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাংলাকে এখন একযোগে দাঁড় করাতে হবে।'

পুজোর আগেই আয়ুষ্মানে স্বাস্থ্যসাথীর উপভোক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুর্গাপুজোর আগেই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের যোগ্য উপভোক্তাদের বাছাই করে তাঁদের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ শেষ করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নবান্নে উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এই নির্দেশ দেন। বৈঠকে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক-সহ শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রকল্পটি দ্রুত কার্যকর করতে নির্দিষ্ট সময়সূচি তৈরি করার উপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশ, 'ইমপ্লিমেন্ট ক্যালেন্ডার তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত কাজ শেষ করতে হবে।' পাশাপাশি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপ নিয়মিত পর্যবেক্ষণের কথাও বলা হয়েছে।

রাজ্য সরকারি পরিষেবায় স্বচ্ছতা বাড়ানোর দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, কোন আধিকারিক কোন দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের নাম ও যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ্যে রাখতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন। পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করে সমস্যা শুনে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থাও করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে সরকারি অর্থ ব্যয়ের উপর কড়া নজর রাখার কথাও বলা হয়েছে। প্রশাসনিক তথ্যভান্ডার বা

নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

ডেটাবেস নির্ভুল ও স্বচ্ছ রাখতে হবে বলেও নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, পরিষেবা ব্যবস্থায় জবাবদিহি এবং তথ্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলে মানুষের আস্থা আরও বাড়বে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, পূর্ববর্তী সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের পরিবর্তে ধাপে ধাপে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করা হবে। যোগ্য উপভোক্তারাই এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। এর আওতায় রাজ্যের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অনুমোদিত হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা মিলবে।

দেবরাজের তোলাবাজির উৎস সন্ধানে সিট গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরও বিপাকে পড়তে চলেছেন তৃণমূল নেতা, প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী। শুক্রবার তোলাবাজির মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে এবারে সিট অর্থাৎ স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিম গঠল বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। ৬ জনের দলে রয়েছেন ডিসি, থানার আইসি এবং আরও ৪ দক্ষ অফিসার।

এদিকে, দেবরাজ চক্রবর্তীর ল্যাপটপ থেকে বেশ কিছু তথ্য উদ্ধার করেছে পুলিশ। ডিসি গ্লোবাল নামক একটি সংস্থার মাধ্যমে টাকা সাইফুন করার তথ্য মিলেছে। নামে-বেনামে সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত একাধিক তথ্য সামনে এসেছে। একাধিক কোম্পানির সঙ্গে লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য জেরায় জানতে পেরেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, তদন্তে নেমে ঝাড়খণ্ডের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য উঠে এসেছে। সেই ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেবরাজের রিসর্টে এবং হোটেল সংক্রান্ত নানা সময়ে লেনদেন সম্পর্কিত তথ্য মিলেছে। এই ব্যবসায়ীর সঙ্গে মিলে সেখানে বিপুল পরিমাণে টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষ থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ভিন রাজ্যেও হোটেল ব্যবসার ক্ষেত্রে কত টাকা ইনভেস্ট করেছিল দেবরাজ। এদিকে দেবরাজকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এটা স্পষ্ট যে তিনি নিখুঁত ছক কষেছিলেন পালানোর। তবে কাজে আসেনি সেই ছক। গ্রেপ্তার হতেই হয় কোটি কোটি টাকার মালিক তৃণমূলের দুঁদে এই তরুণ নেতাকে।

ডিজে মামলায় প্যাঁচে, সই-স্বস্তি অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিজে মন্তব্য মামলায় আরও বিপাকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তবে বিধানসভায় সই জাল মামলায় অবশ্য কিছুটা স্বস্তিতে তৃণমূল সাংসদ। শুক্রবার আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অয়ন ভট্টাচার্যের পর বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অভিষেকের আইনজীবী। বিচারপতি ভট্টাচার্য জানান, মঙ্গলবারের আগে কোনও আবেদন তিনি শুনবেন না। মঙ্গলবার নতুন করে অভিষেককে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। তারপর দ্রুত শুনানি নিয়ে বিবেচনা করা হবে।

প্রসঙ্গত, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে গত মে মাসে বাগুইআটিতে একটি জনসভায় এসে অভিষেক বেফাঁস মন্তব্য

করেছিলেন। হুঁশিয়ারির সুরে বলেছিলেন, 'আমি দেখব, ৪ তারিখ রাত ১২টার পরে কে বাঁচাতে আসে। এই জল্লাদদের কত ক্ষমতা আছে, আর দিল্লি থেকে কোন বাবা তাঁদের উদ্ধার করতে আসে, সেটাও দেখব। ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে, কান ঝালাপালা করে দেব।' অভিষেকের এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় একটি মামলা দায়ের করেছিলেন বাগুইআটির এক বাসিন্দা। পরে মামলার তদন্তভার যায় সিআইডির হাতে। আগামী ৮ জুলাই, বুধবার বিধাননগর আদালতে অভিষেককে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানেই ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করার কথা সিআইডির। তার আগে মঙ্গলবার হাইকোর্টে এই মামলার শুনানি হতে পারে।

এদিকে, বিধানসভায় সই জাল মামলায় স্বস্তিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রক্ষাকবচের মেয়াদ বৃদ্ধি করল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের জরুরি বেঞ্চ।

যাত্রা শুরু অমরনাথের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ২০২৬ সালের অমরনাথ যাত্রা। যাত্রার প্রথম দিনেই জম্মু ও কাশ্মীরের বালটাল এবং পহেলগাঁও- দুটি বেস ক্যাম্প থেকে মোট ৪,৮০৯ জন পুণ্যার্থী পবিত্র অমরনাথ গুহার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছেন। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সমাজমাধ্যমে অমরনাথ যাত্রা উপলক্ষে শুভেচ্ছা জানান।

অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিন্‌হা পবিত্র গুহায় 'প্রথম পূজা' সম্পন্ন করে এবারের যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এবারের যাত্রায় হেলিকপ্টার পরিষেবা থাকছে না।

২১ জুলাই রাস্তা রুখে সভায় তৃণমূল নেত্রীর কাছে তলব হলফনামা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধর্মতলায় 'শহিদ দিবস' পালন নিয়ে আদালত অবমাননার মামলায় তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অপূর্ব সিংহ রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, আদালত অবমাননার মামলায় যুক্ত সব পক্ষ হলফনামা দেবে। আগামী অগস্ট মাসে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

২১ জুলাই শহরের মূল রাস্তা বন্ধ করে সভার আয়োজন করায় আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। গত ১৯ জুন হাইকোর্ট এই বিষয়ে মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দেয়। ২০১৮ সালে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, শহরের কোনও বড় বা প্রধান রাস্তা সভার জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করা যাবে না। অভিযোগ, সেই নির্দেশ অমান্য করে ২০২৫ সালে শহিদ দিবসের সভা করে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল। তৃণমূলের সভার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ তুলে সম্প্রতি হাইকোর্টে একটি মামলা হয়েছিল। গত ১৯ জুন সেই মামলারই শুনানি হয় বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে।

গ্রেপ্তারির ৩ দিনের মাথায় জামিন অপরূপার স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: গ্রেপ্তারির পর তিনদিনের মাথাতেই স্বস্তি। সাম্প্রদায়িক অশান্তি মামলায় এনআইএ আদালতে ১০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন পেলেন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের কাউন্সিলর স্বামী শাকির আলি। শুক্রবার এই মামলায় এনআইএ আদালত শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হয় শাকির আলিকে। নিয়মিত কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে এবং রাজ্যের বাইরে যেতে হলে আদালতের অনুমতি নিয়ে যেতে হবে আপাতত এমনই কয়েকটি শর্তে সাকির আলির জামিন মিলেছে বলে খবর।

অন্য দিকে, শুক্রবারই শাকিরের স্ত্রী, প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার অন্য একটি মামলায় শ্রীরামপুর থানায় হাজিরা দিয়েছিলেন। থানা থেকে বেরিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ঘিরে জটলা তৈরি হয় শ্রীরামপুর থানা চত্বরে। গত মঙ্গলবার তাঁকে এনআইএ আধিকারিকরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার সময় তদন্তকারীদের বাধা দিতে জনরোষ আছড়ে পড়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি ছিল, যে সাম্প্রদায়িক অশান্তিতে উস্কানির অভিযোগে শাকির আলিকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তা মিথ্যা অভিযোগ।

তিনি দাঙ্গা থেকে এলাকাবাসীকে বাঁচিয়েছেন।

এদিকে আদালতে সাকির আলির আইনজীবী জানান, 'ওঁর ক্যানসার বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তার চিকিৎসা চলছে, নিয়মিত বেশ কিছু পরীক্ষা করতে হয়, শরীরে অক্সিজেন চলাচলে সমস্যা আছে। এছাড়া এনআইএ তাঁকে দু'বার ডেকেছিল, তিনি হাজিরা দিয়েছেন। সহযোগিতা করেছেন। এসব দেখে বিচারক তাঁকে জামিন দিয়েছেন। তবে শর্ত রয়েছে বেশ কিছু। এই মামলায় তদন্তের স্বার্থে ১৫ দিন পরপর এনআইএ-র অফিসে হাজিরা দিতে হবে, আদালতের অনুমতি ছাড়া রাজ্যের বাইরে যাওয়া যাবে না। সব কাগজপত্র রেডি থাকলে আমরা দ্রুতই তাঁকে জেল থেকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব বলে আশা করি।'

এবার কার্যালয় দখলের লড়াইয়ে দুই তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতার মেট্রোপলিটন তৃণমূল কার্যালয়কে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক নাটকের সৃষ্টি হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী হঠাৎ করেই ওই কার্যালয়ে গিয়ে নিজেদেরই 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, জাভেদ খান-সহ একাধিক নেতা। কিছুক্ষণ বৈঠক করার পর তাঁরা কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যান। তবে এর মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যান কুণাল ঘোষের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট তৃণমূলের প্রতিনিধিরা।

দীর্ঘদিন ধরে মেট্রোপলিটনের এই কার্যালয় থেকেই রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের সাংগঠনিক কর্মসূচি পরিচালিত হতো। ৪ মে সরকার বদলের পর এই ভবনের মালিকানা ও ব্যবহার নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হয়। শুক্রবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ভবনের মালিকের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়েছে এবং মালিক তাঁদেরই চাবি দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, আগে যাঁরা এই কার্যালয় পরিচালনা করতেন, তাঁরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। সেই কারণেই এখন থেকে তাঁরাই অফিসের কাজকর্ম চালাবেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ ঋতব্রতপন্থীরা ভবনের দ্বিতীয় তলায় প্রবেশ করে বৈঠকে বসেন। সেখানে পাশাপাশি দুটি ব্যানার নজরে আসে। একটি ব্যানারে ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি, অন্যটিতে

চেয়ারম্যান হিসেবে অরূপ রায়ের নাম। দুটি ব্যানার নিয়ে প্রশ্ন উঠলে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমাদের প্রধান পরামর্শদাতা। তাঁর শিক্ষাই আমাদের পথ দেখায়। তাই তাঁর পাশাপাশি জাতির জনক ও সংবিধানের প্রণেতার ছবিও আমরা রেখেছি।' ঋতব্রত শিবিরের নেতা আখরুজ্জামান বলেন, 'এটি আমাদেরই পার্টি অফিস। মালিক আমাদের চাবি দিয়েছেন। এই ভবনের মালিকের সঙ্গেই আমরা সরাসরি যোগাযোগ রেখে এখান থেকে দলের কাজ পরিচালনা করব।'

এর পরে ওই কার্যালয়ে পৌঁছন ফিরহাদ হাকিম। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'পার্টি অফিসে এসে ভালো লাগছে। আগে নিয়মিতই আসতাম। নির্বাচনের ব্যস্ততায় কিছুদিন আসা হয়নি।' তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর এই সফরের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এদিন জাভেদ খান বলেন, 'আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমাদের প্রধান পথপ্রদর্শক। তিনি আমাদের দিকনির্দেশনা দিন, আমরা সেই পথেই চলব। তিনি যদি আমাদের ত্যাগ করেন, সেটি আলাদা বিষয়।'

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সন্দীপন সাহা বলেন, 'এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস। বিধানসভায় বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া দলের অফিস হিসেবেই এটি ব্যবহৃত হবে।' ঋতব্রতপন্থীরা কার্যালয় ছেড়ে যাওয়ার প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যান কুণাল ঘোষের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট তৃণমূলের নেতারা। তখনও গেটে তালা ঝুলছিল।

এক ক্লিকেই খতিয়ান, জমির তথ্য !

আবেদন ও প্রমাণীকরণ ফি সম্পূর্ণ মকুবের ঘোষণা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের জমি সংক্রান্ত পরিষেবাকে আরও সহজ, স্বচ্ছ এবং ডিজিটাল করতে বড় পদক্ষেপ নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এবার থেকে অনলাইনে খতিয়ান (রেকর্ড-অফ-রাইটস) এবং জমির দাগের তথ্য (প্লট ইনফরমেশন)-এর ডিজিটালি স্বাক্ষরিত কপি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে। আবেদন ফি এবং প্রমাণীকরণ ফি (অথেনটিকেশন ফি) সম্পূর্ণ মকুব করার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

শুক্রবার সমাজমাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নাগরিক পরিষেবা যাতে আরও স্বচ্ছ, ঝামেলামুক্ত এবং সহজলভ্য হয়, সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে খতিয়ান ও জমির তথ্য সংগ্রহের জন্য যে আবেদন ফি ও প্রমাণীকরণ ফি নেওয়া হত, তা বর্তমান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখন থেকে রাজ্যের বাসিন্দারা বাড়িতে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে নিজেদের খতিয়ান এবং জমির দাগের তথ্যের ডিজিটালি স্বাক্ষরিত কপি বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারবেন। এই পরিষেবা পেতে কোনও ধরনের আবেদন ফি বা অথেনটিকেশন ফি দিতে হবে না।

সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের

অধীনে প্রস্তুত হওয়া খতিয়ান এবং প্লট ইনফরমেশনের সফট কপি ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ডস ডেটাবেস থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। তবে হার্ড কপি বা অন্য কোনও শংসাপত্রের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মই বহাল থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যজুড়ে জমির মালিক, বিশেষ করে কৃষক এবং সাধারণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। জমি সংক্রান্ত তথ্য পেতে আর সরকারি দপ্তরে ঘুরতে হবে না বা অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হবে না। ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত, স্বচ্ছ এবং সহজ উপায়ে নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মন্ত্রিসভার বৈঠকেই বেঙ্গল রেকর্ডস ম্যানুয়াল, ১৯৪৩ সংশোধনের মাধ্যমে আবেদন ফি ও প্রমাণীকরণ ফি মকুবের প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতেই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

দক্ষিণ কলকাতা সার্ভে পার্ক কালীমন্দিরে সীতারাম উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার সন্তোষপুর সার্ভে পার্কের কালীমন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদের প্রতিষ্ঠিত অখিলভারত জয়গুরু সম্প্রদায় কর্তৃক ৫ জুলাই সারাদিনব্যাপী নামসংকীর্তন যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিবেণী রামানুজ মঠের মঠাধীশ দন্ডিস্বামী গৌররামানুজজি মহারাজ সংকীর্তন যজ্ঞে আলোচনায় অংশ নেবেন এবং ধর্মসভা পরিচালনা করবেন।

শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের আশ্বাসে খুলল নৈহাটি জুটমিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের হস্তক্ষেপে জট কাটিয়ে রাজ্যে খুলছে একের পর এক জুটমিল। শ্রমমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে খুলেছে বন্ধ থাকা একাধিক জুটমিল। প্রসঙ্গত, কাঁচা পাটের অভাব এবং কাঁচা পাটের অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধির কারণ দর্শিয়ে মালিকপক্ষ গত ৬ জুন মিলের গেটে সাময়িক বন্ধের নোটিস ঝুলিয়ে দিয়েছিল। মিল বন্ধের জেরে বিপাকে পড়েন স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক। প্রসঙ্গত, গত ২৯ জুন কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েটে শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বে এবং প্রতিমন্ত্রী ভাস্কর ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, ৩ জুলাই থেকে মিল খুলে যাবে। শ্রমমন্ত্রীর আশ্বাস মতোই শুক্রবার খুলে গেল নৈহাটি জুটমিল। পুনরায় কাজ ফিরে পাওয়ায় বেজায় খুশি শ্রমিকরা। মিল শ্রমিক কার্তিক পাল জানান, মিস্ত্রিরা এখন রক্ষণাবেক্ষনের কাজ করছেন। আশা করা যাচ্ছে, দু'তিনদিন বাদেই মিলে উৎপাদন শুরু হবে। অপরদিকে ওই মিলের ভারতীয় মজদুর সংঘের সাধারণ সম্পাদক ধর্মেন্দ্র যাদব বলেন, দু'দিন মিলে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে। তারপর মিলে পুরোদমে উৎপাদন শুরু হবে।

তৃণমূল আমলের কাজ খতিয়ে দেখতে শ্বেতপত্র আনছে সরকার, বিশেষ মন্ত্রিগোষ্ঠী গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গত ১৫ বছরে রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কাজ ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে শ্বেতপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ জন্য পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ মন্ত্রিগোষ্ঠী গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার সূত্রের খবর, এই কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। তাঁর সঙ্গে আরও চারজন মন্ত্রী থাকবেন। শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ও এই কমিটির সদস্য। সরকারের উদ্দেশ্য, পূর্ববর্তী প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কাজ পর্যালোচনা করে একটি বিস্তারিত শ্বেতপত্র তৈরি করা।

এই কমিটি মূলত পাঁচটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেবে। তার মধ্যে রয়েছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, বিভিন্ন দপ্তরের নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ, বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের ব্যয়ের হিসাব, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা এবং নবান্নের প্রশাসনিক কার্যকলাপ। রাজ্য সরকারের বক্তব্য, প্রতিটি বিষয়ে তথ্য, নথি ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করা হবে। পরে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে।

এর আগে বাজেট অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছিলেন, পূর্ববর্তী সরকারের সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী ঘটেছিল, তা মানুষের সামনে তুলে ধরতেই শ্বেতপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এদিনের মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, আমরা আগের সরকারকেও বারবার শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে বলেছিলাম। বিজিবিএসে কত ইনভেস্টমেন্ট হল, কোন কোন সেক্টরে বিনিয়োগ হল, কোন সেক্টরে কত ছেলেমেয়ে চাকরি পেল, আমরা বারবার জানতে চেয়েছি।

বর্তমান সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে তিনি আরও বলেন, আমরা কী করছি, কত বিনিয়োগ এল, আমরা কোথায় কোথায় কোন সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট আনছি, কত ছেলে চাকরি পাচ্ছে, আমরা জানাতে চাই। রাজ্য সরকারের দাবি, শ্বেতপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের কাজ ও আর্থিক তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরা হবে। একই সঙ্গে নতুন বিনিয়োগ টানার লক্ষ্যে আলাদা একটি বিনিয়োগ কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সেই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়কে।

২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ শমীক ভট্টাচার্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২১ জুলাইয়ের তৃণমূলের শহিদ দিবসের কর্মসূচিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের আশঙ্কা প্রকাশ করে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, প্রতিবছরই এই কর্মসূচির জেরে কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়।

শমীক ভট্টাচার্য বলেন, এই বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল কোনও কথা বলছে না। গতবার কীভাবে রাস্তা বন্ধ হয়েছিল, সবাই দেখেছে।

রাজস্থান ফোরামের পক্ষ থেকে কলকাতার আইটিসি সোনার বাংলা হোটেলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সামিল হলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা।

চার্ণক হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিষ্ঠার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁদের সম্মাননায় বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি, বিধায়ক পীযুষ কানোরিয়া-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

কাঁচরাপাড়া থেকে ব্যারাকপুর নতুন সরকারি বাস রুট চালু হওয়ায় খুশি শিল্পাঞ্চলবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল জমানায় রাজ্যে বহু বাস রুট অচল হয়ে পড়েছিল। এতে সমস্যায় পড়েছিলেন বহু মানুষ। প্রসঙ্গত, শিল্পাঞ্চলের অন্যতম প্রধান বাস রুট ছিল ৮৫ নম্বর। গত দু'বছর ধরে সেই রুট বন্ধ। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল শিল্পাঞ্চলবাসীকে। তবে নতুন সরকারের আমলে পরিবহন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিমতোই বৃহস্পতিবার থেকে চালু হয়েছে কাঁচরাপাড়া থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত নতুন সরকারি বাস রুট এস-৭০। কাঁচরাপাড়া থানার মোড় থেকে বাস বেরিয়ে হালিশহর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, কাঁকিনাড়া, শ্যামনগর, ইছাপুর, পলতা হয়ে ব্যারাকপুর পর্যন্ত যাবে এস-৭০ রুটের বাস। কাঁচরাপাড়ার বাসিন্দা পূজা শর্মা বলেন, গত দু'বছর ধরে বন্ধ ৮৫ নম্বর বাস রুট। এর ফলে তাদের সড়কপথে যাতায়াতে খুব অসুবিধা হত। কিন্তু কাঁচরাপাড়া এস-৭০ বাস রুট চালু হওয়ায় তাদের ভোগান্তি দূর হয়েছে। সবচেয়ে খুশির বিষয়, মহিলারা ফ্রিতে বাসে চেপে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবেন। এর জন্য পরিবহণ মন্ত্রীকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। পূজা দেবীর সংযোজন, নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের হাত ধরে নতুন বাস রুট চালু হয়েছে। কাঁচরাপাড়াবাসী হিসেবে তাঁরা ভীষণ্ব খুশি। অতি প্রাচীন ৮৫ নম্বর বাস রুট অবিলম্বে চালুর দাবি করেছেন হেঁসেলের গিন্নি পূজা শর্মা। বাসের টিকিট পরীক্ষক বাপি শেখ

জানান, টোটোর দৌরাত্ম্যের জন্য চালকের বাস চালাতে অসুবিধা হচ্ছে। এছাড়া অন্য কোনও অসুবিধা তাদের নেই। তিনি জানান, বৃহস্পতিবার থেকে এই রুটে বাস চলাচল শুরু হয়েছে। আপাতত প্রতিদিন চারটে করে বাস চলাচল করবে। বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য সন্তোষ রায় বলেন, তৃণমূল জমানায় ৮৫ নম্বর বাস রুট উঠেই গেছে। অথচ পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের উদ্যোগে এস-৭০ বাস কাঁচরাপাড়া থানার মোড় থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত চলাচল শুরু হয়েছে। মহিলারা ফ্রিতে যাতায়াত করতে পারবেন। পরবর্তীতে এই রুটে ১০ থেকে ১৫ টি বাস চলবে। পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে যেমন বাসের সংখ্যা বাড়ানো হবে। তেমনি নতুন নতুন রুট তৈরি করা হবে। মন্ত্রী জানান, নতুন করে ৪৭০ টি সরকারি বাস আসবে। আগামীদিনে কলকাতা-সহ জেলায় সিএনজি বাস পরিষেবা চালু হবে। দূরপাল্লার জন্য ভলভো বাস চালানোর পরিকল্পনা চলছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

নাম পরিবর্তন

[illegible]

CHANGE OF NAME

I, Mamataj Begam, W/O-Anser Ali Mandal, Residing at Vill.- Gamakhali, P.O. and P.S.- Thanarpara, Dist.- Nadia, PIN- 741152, West Bengal, shall henceforth be known as Mamataj Khatun Begam as declared before The Notary Public at Tehatta, Nadia. W.B. vide affidavit No 03, Dated 01.07.2026. Mamataj Begam and Mamataj Khatun Begam both are same and identical person.

I, Pallab Sarkar S/o Lt Gopendra Nath Sarkar, resident of Rajosmita Villa, 33 Bancharam Mitra lane, 5th Floor, Room No F-3, PO-Konnagar PS-Uttarpara Dist-Hooghly Pin-712235, do hereby declare that I have changed my Son's name from SOUVIK SARKAR to SHATAROOP SARKAR and henceforth he shall be known as SHATAROOP SARKAR in all purpose. Vide affidavit no.13294 sworn before the LD Judicial Magistrate 1st Class at Serampore court on 17/06/2026, SOUVIK SARKAR and SHATAROOP SARKAR both are same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, SANJAY SAH S/O Kishun Dayal Sah presently residing at A.B. Road, P.O. & P.S.- Jagatdal, Dist.- North 24 Parganas and permanent resident of Jalalpur, Siwan, Bihar- 841233 do hereby declare vide affidavit serial number 153 dated 19.11.2025 in the Court of Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore that my correct and actual name with surname is SANJAY SAH S/O KISHUN DAYAL SAH which is recorded in my Aadhaar and PAN Card but inadvertently my name has been recorded as SANJAY SHAW in my wages slip and records at my work place in JANKALYAN VINIMAY PVT LTD. SANJAY SAH S/O KISHUN DAYAL SAH and SANJAY SHAW i.e. myself am the same and one identical person.

নাম-পদবী

[illegible]

নাম -পদবী পরিবর্তন

[illegible]

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

[illegible]

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র

সেখ আজাহার উদ্দিন

বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪,

ফোন- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ঠা জুলাই। ১৯শে আষাঢ়। শনি বার । চতুর্থী তিথি । জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু মহাদশা কাল বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বৃদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ তিরোধান দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ৪ জুলাই ২০২৬, ২০ আষাঢ় ১৪৩৩, শনিবার

বাংলায় ২,১০০ কোটি টাকার নতুন শিল্প বিনিয়োগের ইঙ্গিত

টাটার সঙ্গেও আলোচনার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার রাজ্যে আরও দুটি বড় শিল্প প্রকল্প আসার সম্ভাবনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করে বলেন, সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গে মোট প্রায় ২,১০০ কোটি টাকার নতুন বিনিয়োগ হতে পারে। শুক্রবার নিউটাউনে কনভেনশন সেন্টারে সরকারি অনুষ্ঠানের মধ্যেই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি এই তথ্য জানান। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, খুব দ্রুতই রাজ্যে দুটি বড় শিল্প বিনিয়োগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে। তার বক্তব্য অনুযায়ী, একটি হোসিয়ারি শিল্পে প্রায় ৬০০ কোটি

টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। এই শিল্পে বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলেই রাজ্য সরকারের আশা। পাশাপাশি প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক ইস্পাত কারখানা গড়ার প্রস্তাবও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, শুধু এই দু'টি প্রকল্প নয়, চলতি বছরের মধ্যেই আরও একাধিক বিনিয়োগের ঘোষণা করা হবে। তাঁর কথায়, নতুন শিল্প আকর্ষণের জন্য সরকার একটি স্বচ্ছ ও শিল্পবান্ধব নীতি তৈরির কাজে জোর দিচ্ছে। এই লক্ষ্যেই শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়-এর নেতৃত্বে একটি ক্যাবিনেট সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি নতুন শিল্প নীতির খসড়া তৈরি করছে। রাজ্য সরকার সূত্রে খবর, আগামী সেপ্টেম্বরে প্রথম শিল্প সম্মেলনের আয়োজন হতে পারে এবং সেখানেই নতুন শিল্প নীতি প্রকাশ করা হতে পারে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সিঙ্গুর ও টাটা গ্রুপ প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সিঙ্গুরে টাটাকে জমি দেওয়ার কোনও সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। তবে আমরা চাই, টাটা গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট ও ডেটা সেন্টার গড়ে তুলুক। এই বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

বর্তমানে টাটা গোষ্ঠী আসাম-এ প্রায় ২৭,১২০ কোটি টাকা বিনিয়োগে একটি সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি ও টেস্টিং কারখানা তৈরি করছে। একই ধরনের বড় বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গে আনার জন্যও সরকার উদ্যোগী বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। রাজ্য সরকারের মতে, সম্ভাব্য হাসপাতাল, হোসিয়ারি ও ইস্পাত, এই তিন ক্ষেত্রের বড় বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হলে রাজ্যে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে নতুন গতি আসতে পারে।

ভুয়ো জন্ম শংসাপত্রে জনবিন্যাস বদলের 'চক্রান্ত', কড়া পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র তৈরি ও ব্যবহার রুখতে বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্তির নিয়মে একাধিক পরিবর্তনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সরকারের দাবি, এই পদক্ষেপের ফলে দুর্নীতি কমবে, নথি তৈরির প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হবে এবং জাল শংসাপত্রের অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব হবে।

পরিবর্তিত নতুন নিয়ম অনুযায়ী, জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি শংসাপত্র ইস্যু এবং আপিলের প্রক্রিয়াতেও স্বচ্ছতা আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এজন্য 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থস অ্যান্ড ডেথস (অ্যামেন্ডমেন্ট) রুলস, ২০২৬'-এর খসড়ায় মন্ত্রিসভার অনুমোদন মিলেছে। রাজ্য সরকারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো জন্ম শংসাপত্রের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে বসবাসের সুযোগ পেয়েছে। এই কারণে রাজ্যের জনবিন্যাস ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল।

রাজ্য সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে শুধু উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৫৮ হাজার ৫০৯টি ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র ধরা পড়েছে। এছাড়া উত্তর ২৪ পরগনায় ১৯ হাজার

৭০৯টি, মালদায় ১৬ হাজার ৭১২টি এবং মুর্শিদাবাদে ৮ হাজার ১৩৮টি জাল শংসাপত্রের হদিশ মিলেছে।

রাজ্য সরকারের অভিযোগ, আগের প্রশাসনের আমলে টাকার বিনিময়ে বিপুল সংখ্যক ভুয়ো শংসাপত্র তৈরি করা হয়েছিল। এমনকী সরকারি নথিতে কারচুপি করে মৃত ব্যক্তিকেও জীবিত দেখানোর ঘটনাও সামনে এসেছে। সরকারের অভিযোগ, এই নথিগুলিই ব্যবহার করে বহু অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় নাগরিক হিসেবে পরিচয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে।

যদিও রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানান, জাল শংসাপত্র তৈরির সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী খুব স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, ভুয়ো শংসাপত্র নিয়ে সরকার কঠোর পদক্ষেপ করবে। প্রশাসন যাতে কোনওভাবেই দুর্নীতি আড়াল না করে, সে বিষয়েও পুলিশ আধিকারিকদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, কোনও অভিযোগ এলে লুকনোর দরকার নেই। নথিভুক্ত করুন, এফআইআর করুন, অভিযোগটিকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করুন। রাজ্য সরকারের মতে, নতুন নিয়ম কার্যকর হলে জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্তির প্রক্রিয়ায় জবাবদিহি বাড়বে এবং ভবিষ্যতে ভুয়ো শংসাপত্র তৈরির প্রবণতা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে।

সরকারি মামলায় হার নয়, আইনজীবীদের কড়া বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতে সরকারি মামলায় পূর্বতন রাজ্য সরকারের মতো পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি চান না মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্য সরকারের প্যানেলভুক্ত আইনজীবীদের সঙ্গে বৈঠক করে একাধিক নির্দেশ দেন তিনি। এই বৈঠকে সরকারি মামলার প্রস্তুতি, আইনি কৌশল এবং আইনজীবীদের কাজের পরিকাঠামো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, আদালতে সরকারের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে হবে। তিনি বলেন, আগের সরকারের সময় অনেক মামলায় আপনারা হেরে এসেছেন। যদিও আমরা এমন কোনও পরিস্থিতি হতে দেব না যার জন্য এরকম অবস্থা হয়। এদিনের বৈঠকে কলকাতা এবং জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের সরকারি আইনজীবীরা অংশ নেন। জলপাইগুড়ির আইনজীবীরা ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। আলোচনা চলাকালীন কলকাতার সরকারি আইনজীবীদের প্যানেল নিয়ে অসন্তোষও প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, জলপাইগুড়ির প্যানেলে তেমন সমস্যা না থাকলেও কলকাতার প্যানেলকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই বিষয়ে দ্রুত পর্যালোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সরকারি আইনজীবীদের কাজে অনেক সময় পুলিশ বা বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের অসহযোগিতার অভিযোগ ওঠে। প্রয়োজনীয় নথি বা তথ্য সময়মতো না পাওয়ায় আদালতে সরকারের পক্ষে সওয়াল করতে সমস্যা তৈরি হয়। এই বিষয়েও কড়া অবস্থান নেন মুখ্যমন্ত্রী।

আইনজীবীদের আশ্বস্ত করে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, কোনও পুলিশ আধিকারিক বা কোনও সরকারি আধিকারিক যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে সেটা ডিজিপি বা ডিজি লিগালকে জানাবেন। না হলে তো আমি আছিই। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, প্রশাসনের কোনও স্তরের গাফিলতির কারণে যাতে আদালতে সরকারের অবস্থান দুর্বল না হয়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। একই সঙ্গে সরকারি মামলায় সঠিক নথি, তথ্য এবং আইনি প্রস্তুতি নিশ্চিত করার ওপরও তিনি জোর দেন। রাজ্য প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, এই বৈঠকের মাধ্যমে আইনি লড়াইয়ে রাজ্যের অবস্থান আরও শক্তিশালী করার বার্তাই দিতে চেয়েছে নতুন সরকার।

বিধায়কদের অভিমুখীকরণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ, বললেন মন্ত্রী অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, নিউটাউন: নিউটাউনের কনভেনশন সেন্টারে শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যদের জন্য আয়োজিত অভিমুখীকরণ কর্মসূচিতে যোগ দেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। লোকসভা সচিবালয়ের গণতন্ত্র বিষয়ক সংসদীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিনের কর্মশালাতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, এবার ১৮১ জন বিধায়ক নতুন নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় এসেছেন। এ নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই। আমার বিশ্বাস, এই অভিমুখীকরণ কর্মসূচি খুব ভালোভাবেই সম্পন্ন হবে। তিনি আরও বলেন, অনেক নতুন বিধায়ক রয়েছেন, যাঁরা এখনও বিধানসভার কাজকর্ম বা বক্তব্য রাখার পদ্ধতির সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত নন। তাঁদের এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগবে।

শুক্রবার মন্ত্রী আরও জানান, আমার মন্ত্রিসভার কয়েক জন সহকর্মীকেও প্রয়োজন হলে সাহায্য করতে হবে। আধিকারিকেরাও সেই সহযোগিতা করবেন। পরিবহণ মন্ত্রী আরও বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন বিধায়করা নানা বিষয়ে শেখার সুযোগ পাবেন। ভবিষ্যতে বিধানসভার কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা তাঁদের কাজে লাগবে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে দোষীরা শাস্তি পান চাইছেন সুজয়কৃষ্ণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু চান নিয়োগ দুর্নীতিতে দোষীরা শাস্তি পাক। কারা দোষী তা অবশ্য শুক্রবার স্পষ্টভাবে বলতে শোনা যায়নি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। বর্তমানে জামিনে মুক্ত তিনি। এদিন এই মামলাতেই নগর ও দায়রা আদালতে আসেন তিনি। কারণ, প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আর কিছুদিনের মধ্যেই বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আর এই মামলায় তিনি অভিযুক্ত। তাই বিচারপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত নথি এদিন তাঁর হাতে হস্তান্তর করা হল।

এদিকে দিন তিনেক আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে জামিনে মুক্ত তাপস মণ্ডল দাবি করেন, কালীঘাটের কাকুর মাধ্যমে ১৯ কোটি টাকা অভিষেকের কাছে গিয়েছে। তাপস মণ্ডলের এই বয়ানের ভিত্তিতেই অভিষেকের ব্যাপারে এদিন একের পর এক প্রশ্ন করা হয় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে। সঙ্গে এ প্রশ্নও করা হয়, অভিষেক কণ্ঠস্বরের নমুনা দিতে চাইছেন না কেন সে ব্যাপারেও।

তবে সাংবাদিকদের একের পর এক প্রশ্নেও একেবারে মুখে কুলুপ আঁটেন সুজয়কৃষ্ণ। হাত নেড়ে বুঝিয়ে দেন, এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন না তিনি। পাশাপাশি খুব স্বাভাবিকভাবেই সুজয়কৃষ্ণকে এদিন এ প্রশ্নও করা হয়, আপনার সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা হয় কি না বা তাঁর 'সাহেবের' দায় সুজয়কৃষ্ণকে নিতে হল কি না সে ব্যাপারেও। এই প্রসঙ্গেও মুখে কুলুপ আঁটেন সুজয়কৃষ্ণ। শুধু হাতজোড় করে এগিয়ে যান।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সাহেব' বলে সম্বোধন করেন। আর সেই কারণেই শুক্রবার কলকাতা নগর দায়রা আদালতে মামলার নথি নিতে এসে অভিষেককে নিয়ে একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়েন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু।

এদিন সুজয়কৃষ্ণ ওরফে কালীঘাটের কাকুর কাছে জানতে চাওয়া হয় নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রকৃত দোষী কে সে ব্যাপারেও। এই প্রসঙ্গেই তাঁকে এ প্রশ্নও করা হয়, সুজয়কৃষ্ণ প্রকৃত দোষী শাস্তি পাক চান কি না সে ব্যাপারেও। এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে মাথা নেড়ে হ্যাঁ সূচক সম্মতি দিতেই তাঁর দিকে পরবর্তী প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয় কারা শাস্তি পাক বলে তিনি চান। এর উত্তরে সুজয়কৃষ্ণ ওরফে কালীঘাটের কাকু উত্তর দিয়ে জানান, 'যারা দোষী।' তবে পাশাপাশি এও জানান, তারা কারা তিনি কী করে বলবেন সে প্রশ্নও রাখেন।

এখানেই কালীঘাটের কাকুকে প্রশ্ন করা হয় এর দায় তাকে নিতে হল কি না সে ব্যাপারে। প্রশ্ন শুনে ফের হাতজোড় করে বলেন, 'প্লিজ, নো কমেন্টস।' সঙ্গে সংযোজন, 'চাই, দোষীরা শাস্তি পাক। যারা দোষী, তারা পাবে। আদালত বিচার করবে। আদালতের উপর ছাড়ছি।' এরপর আর কোনও কথা না বলে গাড়িতে উঠে আদালত চত্বর ছেড়ে বাড়ির পথে রওনা দেন কালীঘাটের কাকু।

ডিম হামলার জেরে হাইকোর্টের দ্বারস্থ মহুয়া মৈত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিম হামলার শিকার হওয়ার পরই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। পাশাপাশি বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে রক্ষাকবচ চেয়ে মামলা দায়ের করার অনুমতি চাওয়া হয়। পাশাপাশি মহুয়ার অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরে পদক্ষেপ নিচ্ছে পুলিশ। অথচ তিনি যে এফআইআর দায়ের করেন সেটির কোনও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। আর এই মর্মে রক্ষাকবচের আর্জি জানিয়ে আদালতে দ্বারস্থ হন তৃণমূল সাংসদ। মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেয় আদালত।

প্রসঙ্গত, গত ১ জুলাই, নদিয়ার কালীগঞ্জে তৃণমূলের একটি কর্মিসভা ছিল। সেই কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন মহুয়া মৈত্র। কর্মিসভা চলাকালীনই পার্টি অফিসের বাইরে জাতীয় সড়কের উপর কালো পতাকা হাতে জড়ো হন জনতা। মহুয়া মৈত্রকে লক্ষ্য করে 'হায়, হায়', 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। এরপর ওই পার্টি অফিসের জানালা দিয়ে মহুয়াকে দেখতে পেয়ে জাতীয় সড়ক থেকেই ছোড়া হয় একের পর এক ডিম।

ডিমের পাশাপাশি কাদাও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকী বেগুনও ছোড়া হয়। মহুয়া ও তৃণমূল কর্মীদের ঘেরাও করে রাখারও অভিযোগ ওঠে। এই সব অভিযোগ তুলে সমাজমাধ্যমে কয়েকটি ভিডিও শেয়ার করেন মহুয়া। তাঁর অভিযোগ, তাঁদের বেরতে দেওয়া হয়নি সেদিন।

এখানেই শেষ নয় এই প্রসঙ্গে মহুয়া ভিডিওতে এও বলেন, এটাই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। বিজেপির লোকজন জমায়েত করে ঘেরাও করে রেখেছে। জানালা দিয়ে আমার উপর হামলা চালানো হয়েছে। কিন্তু এসব দেখেও পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। জমায়েতকে সরাতেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। এরপর বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় বিক্ষোভকারীদের একহাত নেন মহুয়া। সকলেই বিজেপির লোক বলে দাবিও করেন।

দেবরাজের সম্পত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সুকান্ত, অভিষেক ও তাঁর স্ত্রীর ভূমিকা খতিয়ে দেখার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সদ্য গ্রেপ্তার হওয়া তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর সম্পত্তি নিয়ে শুক্রবার বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর দাবি, উদ্ধার হওয়া সম্পত্তির সবটাই দেবরাজ চক্রবর্তীর কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানান তিনি। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত বলেন, যে সম্পত্তির হদিশ মিলেছে, তার সবটাই দেবরাজের কি না, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। এর মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তিও রয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা উচিত। তিনি আরও বলেন, কার নামে এই সম্পত্তিগুলি রয়েছে, কারা প্রকৃত মালিক, এই সব কিছুর নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সামনে আসা দরকার। দেবরাজ চক্রবর্তীর গ্রেপ্তারির পর তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিজেপি নেতা। তাঁর কথায়, এই ঘটনায় তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এতটা সক্রিয় হয়ে উঠছে কেন, সেটাও মানুষের সামনে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য, প্রোমোটারকে হুমকি, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগে সম্প্রতি দেবরাজ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনাকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নতুন করে তরজা।

মিড-ডে মিল বিতর্ক এবার পৌঁছল আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মিড ডে মিল নিয়ে বিতর্ক এবার পৌঁছাল আদালতের দরজায়। কলকাতার প্রাথমিক স্কুলে মিড ডে মিলে ডিম-মাছের মতো আমিষ খাবারের বদলে রাজমা, ডাল খাওয়ানোকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের কলকাতা হাইকোর্টে। ইসকনের মতো সংস্থার হাতে মিড ডে মিলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া নিয়েও এই জনস্বার্থ মামলায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে। মামলা করেছেন তৃণমূল সাংসদ তথা বর্ষীয়ান আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে তথা আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূত্রের খবর, জনস্বার্থ মামলাটি শুনানির ক্ষেত্রে সময় চাইছে রাজ্য। সময় চেয়েছেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ মিত্র। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ আগামী মঙ্গলবার মামলাটির শুনানির দিন ধার্য করেছে। মামলাকারীর অভিযোগ, মাছ-ডিমের মতো খাবার খাদ্য তালিকা থেকে বাদ দিয়ে আদপে আমিষ খাবারের পুষ্টিগুণ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বাচ্চাদের। অন্যদিকে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়ে রাজ্যের হাজার হাজার সেলফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এর পিছনে অস্বচ্ছতা, ষড়যন্ত্র আছে কি না তা দেখে পদক্ষেপ চাওয়া হয়েছে হাইকোর্টের কাছে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার জরুরি শুনানির আর্জি জানানো হয়। তবে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুরজিৎ নাথ মিত্র মামলার প্রস্তুতি ও পর্যালোচনার জন্য কিছুটা সময় চান। সেই আবেদনকে মান্যতা দিয়ে আদালত আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছে।

আদালতের তরফে এও জানানো হয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে মামলাকারী মূলত দুটি গুরুতর বিষয়কে সামনে এনেছেন। এর মধ্যে প্রথম হল, আমিষ প্রোটিন থেকে শিশুদের বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা। বাংলার সরকারি স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলে দীর্ঘদিন ধরেই ডিম পুষ্টির অন্যতম প্রধান উৎস। মামলাকারীর দাবি, সম্পূর্ণ নিরামিষ খাদ্যতালিকা চালু হলে পড়ুয়ারা প্রয়োজনীয় প্রাণিজ প্রোটিন থেকে বঞ্চিত হবে। এছাড়াও রয়েছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের রুজি-রুটিতে টানের প্রশ্ন। এতদিন ধরে স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল রান্নার দায়িত্ব সামলাতেন রাজ্যের হাজার হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। অন্য একটি সংস্থাকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হলে এই দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান পুরোপুরি বিপন্ন হবে। এর নেপথ্যে কোনও 'অস্বচ্ছতা' বা 'ষড়যন্ত্র' রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার আর্জি জানানো হয়।

আসন্ন রথযাত্রা উপলক্ষে চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। ছবি: অদিতি সাহা

নিম্নচাপের প্রভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ এলাকা তৈরি হয়েছে। এটি দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে রয়েছে, ধীরে ধীরে তা বাংলা উপকূলের দিকে এগোবে। এই নিম্নচাপের প্রভাবে সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। শনি ও রবিবার অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে।

একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে মৎস্যজীবীদের দেওয়া হয়েছে সতর্কবার্তাও। কারণ, উত্তর বঙ্গোপসাগরে সমুদ্র উত্তল থাকবে। ৬০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইবে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ৬ জুলাই সোমবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে জারি হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞা।

এর পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের ওয়েদার অ্যালার্টে জানানো হয়েছে উপকূলের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো হাওয়া বইবে। মঙ্গলবার পর্যন্ত উপকূল ও সংলগ্ন জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূল সংলগ্ন জেলায়।

ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে। এই দুই জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড়ো হাওয়া থাকবে।

আজ শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে। অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা জারি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়া জেলাতে। বাকি সব জেলাতেই বজ্র বিদ্যুৎ- সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতার সঙ্গে বজ্র- বিদ্যুৎ -সহ ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া থাকবে। এরপর রবিবার অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলাতে। ভারী বৃষ্টি হলুদ সতর্কতা থাকবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে সোমবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্র- বিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা সব জেলাতেই।

সঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো মঙ্গলবার ঝড় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে উত্তরবঙ্গে। মঙ্গলবার দার্জিলিং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু'এক জায়গায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বুধবারে ভারী বৃষ্টির পরিমাণ আরও একটু বাড়বে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে।

সম্পাদকীয়

ইউরোপে গরমের বলি দেড় হাজার ছাড়াল, উষ্ণায়ন ঠেকাতে সবটাই ফাঁকা বুলি

গত কয়েকদিন ধরে সংবাদমাধ্যমের যে খবরে দুনিয়া জুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে তা হল ইউরোপের তাপপ্রবাহ বা হিটওয়েভ। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম বলছে, এই তাপপ্রবাহে ইউরোপের একাধিক দেশ মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা দেড় হাজার ছাড়িয়েছে। শেষ কবে এমন ঘটনা ঘটেছে, খুঁজে পাচ্ছেন না তামাম বিশেষজ্ঞরা। তথ্য বলছে, ইতিমধ্যেই ৪৩ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে পারদ। অনভ্যস্ত গরম সহ্য করতে না পেরে প্রাণ হারিয়েছেন ১, ৫০০-র বেশি মানুষ। গরমে রাস্তার পিচ, গাড়ির টায়ার, রাবারের জুতো থেকে শুরু করে ট্রামলাইন, এমনকি ট্রাফিক সিগন্যাল পর্যন্ত গলে যাওয়ার ছবি ও ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে। এই তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে প্রথম বিশ্বের জনতা ও প্রশাসন। ইউরোপের এই অবস্থা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু। তাদের দাবি, চেক, জার্মানি ও পোল্যান্ডের মতো দেশগুলির মধ্য ও পূর্ব দিকের দেশগুলিতে পারদ গড়ে ৪২ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের অবস্থা আরও ভয়াবহ। সেখানে পারদ উঠেছে ৪২-৪৩ ডিগ্রিতে। গরম সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হচ্ছেন বাসিন্দারা ঘটছে মৃত্যুও। গরম থেকে শিশু-কিশোরদের বাঁচাতে স্কুল বন্ধ রেখেছে অধিকাংশ দেশ। রক্ষা পেতে অনেকেই সাঁতার কাটছেন নদীতে। দিনের বড় সময় সুইমিং পুলে কাটাচ্ছে মানুষ। বার্লিনে, প্যারিসে পথচারীদের জন্য জলকামানও ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ে হু-এর প্রধান টেড্রস অ্যাডাম ঘেব্রিয়েসাস সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছেন, পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত উষ্ণায়নশীল মহাদেশে পরিণত হয়েছে ইউরোপ। বিশ্ব জুড়ে গড়ে যে হারে তাপমাত্রা বাড়ছে, সেটা এখানে দ্বিগুণ। ফলে ১৫ কোটি মানুষকে চরম তাপপ্রবাহের মধ্যে বাস করতে হচ্ছে। এর জেরে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এখন প্রশ্ন হল। কেন বাড়ছে উষ্ণায়ন? একে ঠেকানোর জন্য গোটা বিশ্ব জুড়ে আলোচনা, এত বৈঠক, রাষ্ট্র নেতাদের এত ভাষণ, কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে কাজের কাজ আসলে কিছুই হচ্ছে না। সবটাই ফাঁকা বুলি।

শব্দছক ২০৮

রবি দাস

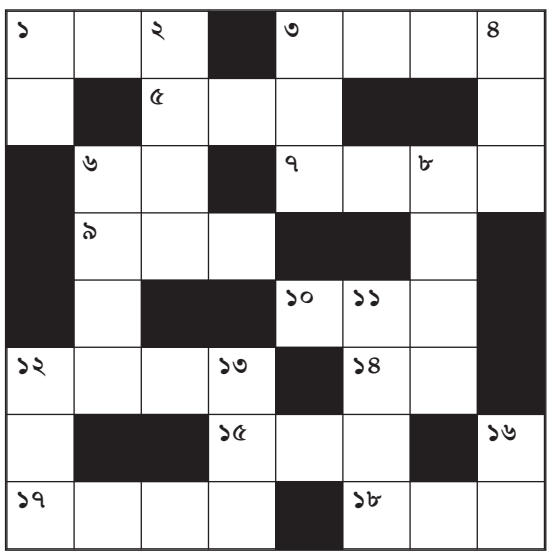

পাশাপাশি: ১. নীচ শ্রেণী ৩. পামর পর্যন্ত ৫. সুন্দরী রমনী ৬. গচ্ছিত ৭. সাধারণ মানুষজন ৯. গাধা ১০. অসম তেজ-শক্তি ১২. তমসাময় ১৪. স্বামী ১৫. আপনজনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ১৭. প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েচছে এমন ১৮. শ্রীরামচন্দ্র

ওপর-নিচ: ১. শত্রু ২. একই মাসের অধীনে দুইটি অমাবস্যা হলে ৩. শব্জি ৪. পাইন গাছের নিষ্কাসিত তেলের গাদ ৬. জরা রাক্ষসীর হাতে দুইটি অর্ধ শরীর জোর পাওয়া বৃহদ্রাসের পুত্র ৮. গজানন ১১. তাপ হরণ করে যা ১২. সুসময়হীন ১৩. বিদেশী ছোট এক পাখি সর্বদা গান গায় ১৬. দেব-সাধনা

সমাধান ২০৭ — পাশাপাশি: ১. আরোপ ৩. অভাবিত ৬. টমাটো ৭. প্রমা ৮. পাগল ১০. চাকা ১২. নাগ ১০. দলমত ১৫. নরান্তক ১৭. পশু ২০. খালা ২১. পানক ২১. রমা ২৪. শতক ২৫. বিনায়ক ২৬. লহরি

ওপর-নিচ: ১. আলোপানা ২. পটল ৩. অটোচালক ৪. বিপ্র ৫. তমাল ৯. গগন ১১. কাম ১৩. দন্তনাশক ১৪. তপন ১৬. রাখা ১৮. শুকশারি ১৯. করবি ২১. পাকল ২৩. মানা

আজকের দিন

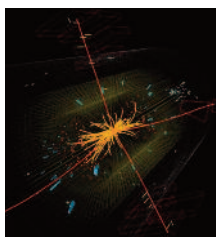

- **১৮৬৩** — গেটিসবার্গের যুদ্ধের শেষে কনফেডারেট সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটে।
- **১৯৪৬** — ফিলিপাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।
- **২০১২** — সার্নের বিজ্ঞানীরা হিগস বোসন কণা আবিষ্কারের ঘোষণা দেন, যা 'ঈশ্বর কণা' নামেও পরিচিত।

জন্মদিন

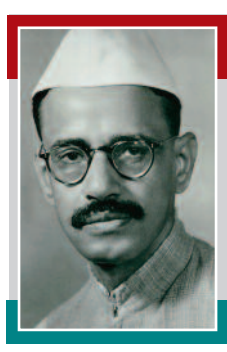

১৮৯৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গুলজারিলাল নন্দর জন্মদিন।
১৯৫৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নীনা গুপ্তার জন্মদিন।
১৯৮৪ বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী তোশি সাবরির জন্মদিন।

গুলজারিলাল নন্দ

জুলাইয়ে অভিজাতপূর্ণ চিকিৎসক দিবসের মাসেই গুরুত্বশীল স্বাস্থ্যকর্মী পরিসর মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের উত্থানের বিষয়টিও প্রাধান্য পাক

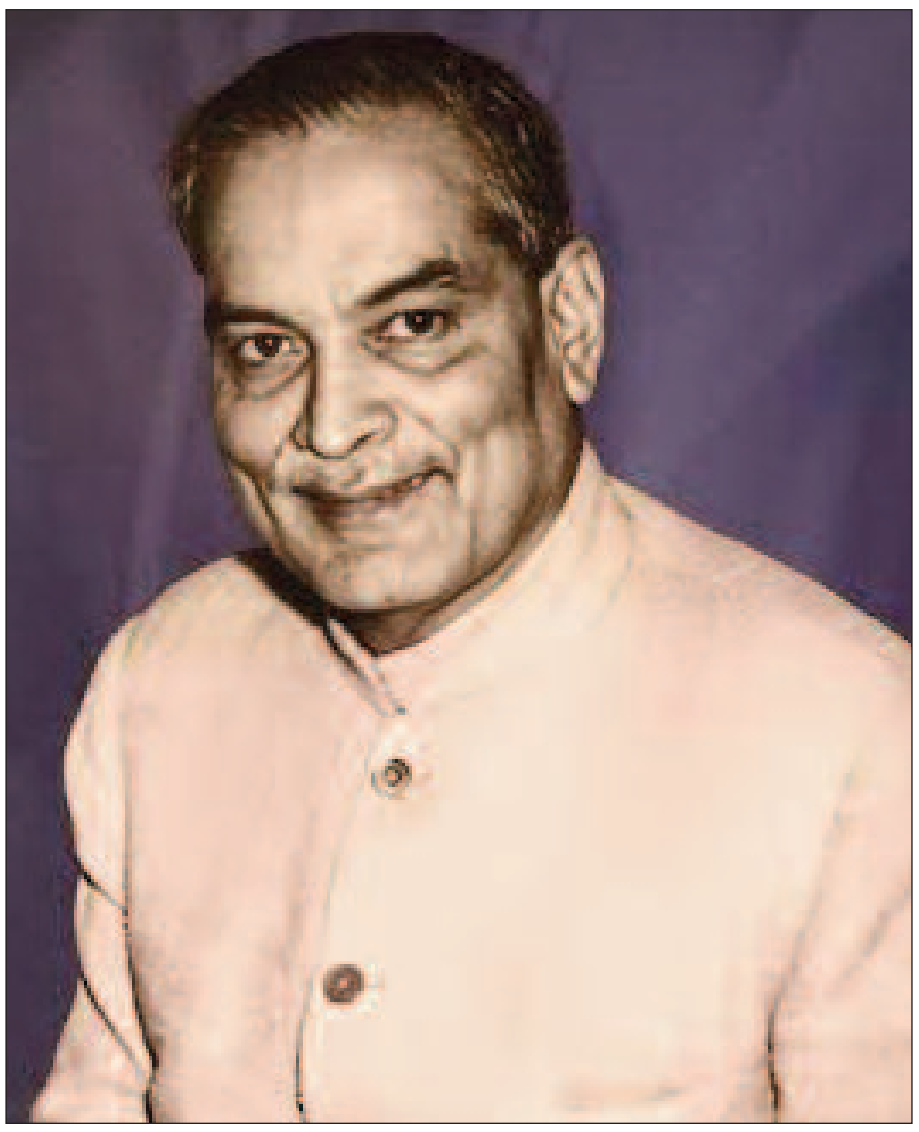

শুভজিৎ বসাক

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমানে রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় ২২টি সরকারি ও বেসরকারি কলেজে হাজার হাজার শিক্ষার্থী এই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতক (Graduation) ডিগ্রি এবং স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির অধীনে ডিপ্লোমা স্তরে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, হাসপাতালে এত গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও এই দক্ষ কর্মীদের জন্য আজ অবধি কোনো সম্মানজনক পদোন্নতি বা ক্যারিয়ার প্রগ্রেশনের সুযোগ নেই। বছরের পর বছর তাঁরা শুধু একই পদে থেকে গ্রেডেশনাল আর্থিক সুবিধা পেয়েই অবসর নিচ্ছেন, যা এই তরুণ ও অভিজ্ঞ পেশাদারদের মধ্যে গভীর হতাশা সৃষ্টি করছে যেখানে অন্যান্য গ্রুপের সকল কর্মীদের পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। তদুপরি, এই পরিসরের সকল বিভাগে এখনও সুসংগঠিত 'জব ডেসক্রিপশন' বা কাজের পরিধি সম্পূর্ণ লাগু হয়নি। ফলে বহুক্ষেত্রে তাঁদের যথার্থ দক্ষতা বিশ্লেষিত হচ্ছে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় নীতি অনুযায়ী, উচ্চতর ডিগ্রি ও কর্মক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জনের দরুন এই টেকনোলজিস্টরা নিজেরাই আজ স্ব-স্ব বিভাগে ইনচার্জ, টেকনিক্যাল অফিসার এবং চিফ টেকনিক্যাল অফিসার পদের যোগ্য দাবিদার। এই দীর্ঘকালীন অচলায়তন ভেঙে কেন্দ্র নির্দেশিত নিয়মাবলী অনুযায়ী তাঁদের এই পদমর্যাদার মান্যতা দেওয়া হোক, এটাই আপনার কাছে আকুল প্রার্থনা। রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রশাসনের এই দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটাতে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা 'মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিল' এর পরিকাঠামোগত সংস্কার এবং তা দ্রুত বলবৎ করা অত্যন্ত জরুরি।

লেখার শুরুতেই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সমগ্র প্রশিক্ষিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পরিসরের তরফ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে যে প্রগতিশীল দূরদর্শিতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনার এই কর্মযজ্ঞের সফল রূপায়ণের স্বার্থে কিছু বাস্তব তথ্য ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আপনার অবগতির জন্য পেশ করা রইল, যা এই প্রগতিশীল ধারায় নিশ্চিতভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সমগ্র বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিষেবা বলতে সাধারণত চিকিৎসক ও নার্সদের বোঝানো হলেও, এই পরিকাঠামোর তৃতীয় মজবুত স্তম্ভ হলেন অবহেলিত মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টরা, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে রোগীর সান্নিধ্যে থেকে নিরলস পরিষেবা দিয়ে চলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের ইতিহাস ও পথচলা প্রাচীনতর হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যজনক যে, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই অপরিহার্য যোদ্ধাদের আজও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম বা দাপ্তরিক ক্ষেত্রে 'টেকনিশিয়ান' বা সাধারণ 'স্বাস্থ্যকর্মী'র মতো অস্পষ্ট নামে অভিহিত করা হয়, যথাযথ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। এই বৃহৎ পেশাদার গোষ্ঠীকে তাঁদের অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী যথাযথ সম্মান ও পরিচয় দেওয়ার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক নির্দেশ দান করতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই।

এই পেশার মর্যাদা ও উৎকর্ষ দীর্ঘ বিবর্তনের এক গৌরবময় ইতিহাস বহন করছে। আজ থেকে প্রায় ২৫৯ বছর আগে, ১৭৬৬ সালের ৮ই জুলাই ফরাসি সামরিক সার্জন ডমিনিক-জিন ল্যারি জন্মগ্রহণ করেন, যিনি পরবর্তীকালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সেনাদলের প্রধান সার্জন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৭৯২ সালে ফরাসি বিপ্লবী যুদ্ধ শুরু হলে ল্যারি স্বেচ্ছায় রাইন সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের চিকিৎসা ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রথম প্রত্যক্ষ করেন। নেপোলিয়নিক যুগের যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত আহত মানুষের জীবন বাঁচাতে তিনি যে 'আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা' ও 'ট্রাইজ সিস্টেম' (Triage System) চালু করেছিলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে তা এক যুগান্তকারী বিপ্লব ছিল। ল্যারির বপন করা সেই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ব্যবস্থার আধুনিক রূপই হলো আজকের মেডিক্যাল টেকনোলজি বিভাগ। সময়ের সাথে সাথে এই ব্যবস্থা আরও উন্নত ও বিশেষায়িত হয়ে আজ অপারেশন থিয়েটার, ক্রিটিক্যাল কেয়ার, পারফিউশন, সিএসএসডি, রেডিও ডায়গনস্টিক, রেডিও থেরাপিউটিক, ল্যাবোরেটরি টেকনোলজি, ক্যাথ ল্যাব, ডায়ালাইসিস ইত্যাদির মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখায় বিস্তৃত হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসায় চিকিৎসকদের দ্রুত ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করাই হলো এই টেকনোলজিস্টদের মুখ্য কাজ, যা অন্তরালে থাকায় সাধারণ মানুষের কাছে এর বিশালত্ব আজও কিছুটা অজানাই রয়ে গিয়েছে। ল্যারির এই অসামান্য অবদানকে স্মরণ করেই প্রতি বছর ৮ই জুলাই দিনটি বিশ্বব্যাপী 'বিশ্ব মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

একইভাবে, ২০শে জুলাই দিনটি এই স্বাস্থ্য পরিসরে আরেকটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। চিকিৎসা পদ্ধতির পরিধি ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এসে নার্সিং পরিষেবার পাশাপাশি আরও কিছু বিশেষায়িত কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে অনুভূত হয়। ফলস্বরূপ, ১৯৫৪ সালে উন্নত পরিকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য পরিসরে তাঁরা 'অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি' নামক একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে, ১৯৭৩ সালে AORN (Association of PeriéôéOperative Registered Nurses) এর জাতীয় উপদেষ্টা বোর্ড এই অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের কাজের পরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়, যা সম্পূর্ণ প্রযুক্তিগত চিকিৎসা ব্যবস্থায় অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে প্রকাশ্য হয়। ভারতের প্রেক্ষাপটে, এই উহ্য পরিসরকে সম্মান জানাতে ২০১৭ সালে জাতীয় স্তরের প্রথম সরকার স্বীকৃত সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া অ্যানাস্থেশিয়া অ্যান্ড অপারেশন থিয়েটর টেকনোলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশন' সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস অর্থাৎ ২০ জুলাই দিনটিকে দেশজুড়ে 'জাতীয় অপারেশন থিয়েটার এবং অ্যানাস্থেশিয়া টেকনোলজিস্ট দিবস' হিসাবে পালন করা হবে। দিল্লির বাসাইদারাপুর ইএসআই (ESI) হাসপাতালের প্রাক্তন চিকিৎসক প্রমিলা ভাল্লা এই দিনটির রাষ্ট্রীয় অনুমোদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সাম্প্রতিক অতীতে কোভিড-১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে এই মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের প্রতিটি বিভাগের ভূমিকা ছিল অনন্য। আইসিইউ-এর জটিল লাইফ-সাপোর্ট যন্ত্র সচল রাখা থেকে শুরু করে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েই রেডিও ডায়গনস্টিক, ল্যাবরেটরি মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের লক্ষ লক্ষ নির্ভুল কোভিড পরীক্ষা এবং অপারেশন থিয়েটার, পারফিউশন, ক্যাথ ল্যাব, ডায়ালাইসিস, রেডিও থেরাপিউটিক ইত্যাদি প্রতিটি বিভাগে ভাইরাসমুক্তভাবে রোগী পরিষেবায় চিকিৎসা বিভাগে গুরুদায়িত্ব এই প্রযুক্তিবিদরাই অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পালন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অতীতেও এই পেশার গুরুত্ব অনুধাবন করে সারা ভারতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ১৯৬০ সালের পুরনো আইন অনুযায়ী যেখানে এঁদের 'নন মেডিক্যাল টেকনিক্যাল পার্সোনাল' (NMTP) বলা হতো, সেখানে বর্তমান বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে ২০১৮ সালের জুন মাসে 'টেকনিশিয়ান' শব্দটিকে চিরতরে অবলুপ্ত করে এঁদের গ্রুপ-বি পর্যায়ভুক্ত 'মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট' পদে উন্নীত করা হয়। এর পাশাপাশি, ভারত সরকারও গত ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ন্যাশনাল কমিশন অফ অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার প্রফেশনস (NCAHP) এর মাধ্যমে এঁদের ক্ষেত্রে বহুকালীন পরিসরে ব্যবহৃত 'প্যারামেডিক্যাল' শব্দটির উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে 'অ্যালাইড অ্যান্ড হেলথকেয়ার' কর্মী হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে এবং প্রতিটি রাজ্যকে এই পরিকাঠামো সুসংহত করার নির্দেশ পাঠিয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমানে রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রায় ২২টি সরকারি ও বেসরকারি কলেজে হাজার হাজার শিক্ষার্থী এই আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতক (Graduation) ডিগ্রি এবং স্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির অধীনে ডিপ্লোমা স্তরে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, হাসপাতালে এত গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও এই দক্ষ কর্মীদের জন্য আজ অবধি কোনো সম্মানজনক পদোন্নতি বা ক্যারিয়ার প্রগ্রেশনের সুযোগ নেই। বছরের পর বছর তাঁরা শুধু একই পদে থেকে গ্রেডেশনাল আর্থিক সুবিধা পেয়েই অবসর নিচ্ছেন, যা এই তরুণ ও অভিজ্ঞ পেশাদারদের মধ্যে গভীর হতাশা সৃষ্টি করছে যেখানে অন্যান্য গ্রুপের সকল কর্মীদের পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। তদুপরি, এই পরিসরের সকল বিভাগে এখনও সুসংগঠিত 'জব ডেসক্রিপশন' বা কাজের পরিধি সম্পূর্ণ লাগু হয়নি। ফলে বহুক্ষেত্রে তাঁদের যথার্থ দক্ষতা বিশ্লেষিত হচ্ছে না।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় নীতি অনুযায়ী, উচ্চতর ডিগ্রি ও কর্মক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জনের দরুন এই টেকনোলজিস্টরা নিজেরাই আজ স্ব-স্ব বিভাগে ইনচার্জ, টেকনিক্যাল অফিসার এবং চিফ টেকনিক্যাল অফিসার পদের যোগ্য দাবিদার। এই দীর্ঘকালীন অচলায়তন ভেঙে কেন্দ্র নির্দেশিত নিয়মাবলী অনুযায়ী তাঁদের এই পদমর্যাদার মান্যতা দেওয়া হোক, এটাই আপনার কাছে আকুল প্রার্থনা।

রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রশাসনের এই দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটাতে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা 'মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট কাউন্সিল' এর পরিকাঠামোগত সংস্কার এবং তা দ্রুত বলবৎ করা অত্যন্ত জরুরি। এই কাউন্সিল গঠিত হলে আগামী দিনে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ প্রক্রিয়া একটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়মাবলী অনুযায়ী নিয়মিত ও স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হতে পারবে। এই কাউন্সিলে যদি সরকারি হাসপাতালে কর্মরত ১০-১২ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, সরাসরি রোগী পরিষেবায় নিয়োজিত দক্ষ টেকনোলজিস্টদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে তাঁরা আপনার সরকারের জনমুখী স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়নে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

পরিশেষে, অত্যন্ত বিনম্রতার সাথে অনুরোধ জানাই, জুলাই মাসটি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের চিকিৎসা ও প্রযুক্তিগত স্বাস্থ্য পরিসরে এক অনন্য মর্যাদার অধিকারী। আমাদের বিনীত অনুরোধ, ১লা জুলাই 'চিকিৎসক দিবস'-এর পাশাপাশি, প্রতি বছর ৮ই জুলাই 'বিশ্ব মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট দিবস' এবং ২০শে জুলাই 'জাতীয় অপারেশন থিয়েটার এবং অ্যানাস্থেশিয়া টেকনোলজিস্ট দিবস' হিসাবে এই দুটি বিশেষ দিনকে যদি আমাদের রাজ্যেও 'চিকিৎসক দিবসের' মাসেই উপযুক্ত গুরুত্ব ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়ে উদযাপন করা হয়, নতুন প্রজন্মের অনেকেই উৎসাহী হয়ে আধুনিক প্রযুক্তিগত স্বাস্থ্য পরিসরে এগিয়ে আসবে। একইসাথে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট পরিসরের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ হবে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। নার্সিং পরিসরে যেভাবে বাৎসরিক শ্রেষ্ঠ সেবিকাদের কেন্দ্রীয় স্তরে 'ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল পুরস্কার' দেওয়া হয়, সেভাবেই আমাদের এই রাজ্যেও প্রতি বছর প্রতিটি মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট বিভাগের সেরা ও উৎসর্গীকৃত কর্মীদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করার প্রক্রিয়া শুরু হোক।

আপনার বলিষ্ঠ, সংবেদনশীল এবং যুগান্তকারী নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য পরিষেবায় সারা বিশ্বের কাছে আবার নতুন এক দিশা উন্মোচন করবে এবং এই অবহেলিত যোদ্ধারা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ফিরে পাবেন; এটাই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা ও সশ্রদ্ধ প্রার্থনা।।

কোর্ট-আনকোর্ট

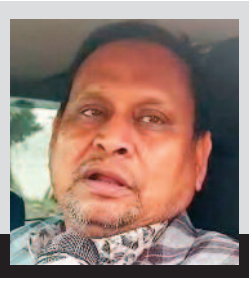

রেজিনগর এবং শক্তিপুর থানায় আমার বিরুদ্ধে যে দু'টি মামলা হয়েছে তার কোনটিতেই জামিন নেব না। পুলিশ চাইলে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

হুমায়ুন কবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হাজিরা না দিয়ে পালটা থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি এজেইউপি প্রধান হুমায়ুন কবীরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: হাজিরা না দিয়ে থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ার দিলেন এজেইউপি (আমজনতা উন্নয়ন পার্টি)র প্রধান বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। শুক্রবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক থেকে হুমায়ুন কবীর বলেন, 'জেলা পুলিশ সুপারকে জানিয়েই যাব। প্রচুর লোক নিয়ে যাব। আগেও একাধিকবার প্রমাণ দিয়েছি হুমায়ুন কবীরের ডাকে জমায়েত হয়। আর একবার প্রমাণ জমায়েত করেই শক্তিপুর থানায় যাব।' হুমায়ুন কবীরের এহেন হুঁশিয়ারিতে শক্তিপুর থানার ওসি ও নওদার বিধায়কের চাপানউতোর আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তবে কবে তিনি শক্তিপুর থানা ঘেরাও করবেন দিনক্ষণ এখনও স্পষ্ট কিরেননি। আগামীকাল অপর একটি মামলায় তিনি রেজিনগর থানায় যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

বিধায়ক ওসির আকচা আকচি ক্রমশ নতুন মোড় নিতে চলেছে। শক্তিপুর ও রেজিনগর থানা এলাকায় পৃথক দুটি জনসভা থেকে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক প্ররচনার অভিযোগ উঠেছিল। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির উদ্যোগে দুই জনসভা থেকে নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে বলেছিলেন, 'আমি যেদিন মুসলিমদের নিয়ে মাঠে নামব, সেদিন বুঝিয়ে দেব।' হুমায়ুনের মন্তব্যের পর বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এনাফ ইজ এনাফ! এবার ওনাকে সবক শেখানো দরকার। তবে তার আগে ওনার সহযোগীদের গ্রেপ্তার করব।' এই ঘটনায় রেজিনগর ও শক্তিপুর থানায় পৃথক দুটি এফআইআর দায়ের করা হয়।

ইতিমধ্যে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ৩ জুলাই হুমায়ুন কবীরকে শক্তিপুর থানায় হাজির হওয়ার জন্য তাঁর বাড়িতে গিয়ে নোটিশ ধরান শক্তিপুর থানার পুলিশ। পরদিন রেজিনগর থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। হুমায়ুন কবীর আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, শুক্রবার জুম্মার নামাজ থাকায় তিনি শক্তিপুর থানায় যাচ্ছেন না। পরে শক্তিপুর থানায় যাবেন। তার বদলে শুক্রবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'শক্তিপুর থানায় যাব। তবে একা যাবনা। প্রচুর লোক নিয়েই যাব। এবং জেলা পুলিশ সুপারকে চিঠি দিয়ে জানিয়েই যাব।' এরপর শক্তিপুর থানার ওসি অতনু দাসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, 'উনি এখন যেখানে যাচ্ছেন বলে বেড়াচ্ছেন, উনি নাকি আমার বাবা। আমি বাবার সঙ্গে থানায় গিয়ে দেখা করব। লক্ষাধিক মানুষকে নিয়েই যাব। আর একবার দেখিয়ে দেব, হুমায়ুনের ডাকে কত লোক জড়ো হয়।' কার্যত এদিন শক্তিপুর থানা ঘেরাওয়ের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন হুমায়ুন কবীর। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য, উনি ভাঙবেন কিন্তু মচকাবেন না। আগামী তিন মাসের মধ্যে রেজিনগরে উপনির্বাচনের সভাবনা রয়েছে। উপনির্বাচনে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতীকে লড়ছেন হুমায়ুন পুত্র। তার সঙ্গে যেকোন ইস্যুতে হুমায়ুন কবীর প্রচারের আলোতে থাকতে চাইবেন। ফলে শক্তিপুর থানা ঘেরাও শুধু ক্ষমতা জাহিরের চ্যালেঞ্জ বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন না। তাঁদের দাবি, এর পিছনে রয়েছে হুমায়ুনের রাজনৈতিক অভিঃসন্ধি।

কালো কোট পরে শ্রীরামপুর থানায় হাজিরা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের

অসুস্থ হয়ে পড়েন থানা থেকে বেরিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অবশেষে থানায় হাজিরা দিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। শুক্রবার বেলা পৌনে ১২টা নাগাদ আইনজীবীদের মতো কালো কোট পরে শ্রীরামপুর থানায় পৌঁছন তিনি। শ্রীরামপুর থানার সামনে আগে থেকেই মোতায়েন ছিল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিকেল চারটের একটু পরে, টানা ৪ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তিনি থানা থেকে বেরিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন। রাস্তায় পড়ে যান মাথা ঘুরে। সকলে ধরাধরি করে তাঁকে একটি টোটোয় তোলেন। সেটির গন্তব্য, ছিল শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতাল। সূত্রের খবর, হাসপাতালের গেটে পৌঁছেও টোটোটি না থেমে বটতলার দিক দিয়ে কাঁটাপোলের রাস্তা ধরে। তারপরে সেটি পৌঁছে যায় সোজা অপরূপার বাড়িতে। সেখানেও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা তাঁকে প্রশ্ন করতে গেলে তিনি দৌড়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়েন।

অপরূপা থানায় যে কালো কোট পরে গিয়েছিলেন, তা সাধারণত নিম্ন আদালতের আইনজীবীরা পরে থাকেন। কিন্তু কেন এই পোশাক পরেছেন প্রাক্তন সাংসদ, তার কোনও বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। অপরূপা নিজেও সেই ব্যাপারে প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল মনে করিয়ে দিচ্ছেন, প্রাক্তন সাংসদ পেশায় আইনজীবীও। পুলিশ আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হওয়ার সময়ে নিজের সেই পরিচয় তুলে ধরতেই সম্ভবত তিনি আইনজীবীর মতো কালো কোট পরেছেন বলে মনে করছেন কেউ কেউ। পুরোনো মামলায় স্বামী সাকির আলি এনআইএ-র হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার দিনে পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মামলা রুজু হয়েছিল অপরূপার বিরুদ্ধে। গত বুধবার দুপুর ১২টার মধ্যে তাঁকে থানায় হাজিরা দিতেও বলা হয়েছিল। কিন্তু সেই দিন পুলিশের তলবের সাড়া দেননি অপরূপা। চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়। ওই দিন সাকিরকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করেছিল এনআইএ। সেখানেই গিয়েছিলেন তিনি। তার পরে শুক্রবার অপরূপাকে আবার তলব করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার সুনীল কুমার যাদব বলেছিলেন, 'প্রাক্তন সাংসদকে আবার নোটিস পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার তাঁকে থানায় আসতে বলা হয়েছে। এই মামলায় আরও কিছু জামিন অযোগ্য ধারা যুক্ত করা হয়েছে।' ২০২৩-এ রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল রিষড়া। পরের দিনই রিষড়ায় যান তৎকালীন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ঘটনায় পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করে। কিন্তু পরে তাঁরা জামিন পেয়ে যান। পরবর্তীকালে এই ঘটনার তদন্তভার হাতে নেয় এনআইএ। গোষ্ঠীসংঘর্ষে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবার তৃণমূলের কাউন্সিলর ও প্রাক্তন উপপুরপ্রধান সাকিরকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। মঙ্গলবার তাঁকে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়াতে দেখাতে গিয়েছিল তাঁর স্ত্রী অপরূপাকে। সেই সময়ে প্রাক্তন সাংসদকে এক পুলিশকর্মীর উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'হু আর ইউ (আপনি কে)? আমার পুলিশি নিরাপত্তার প্রয়োজন নেই।' সামান্য ধাক্কাধাক্কিও হয় সেখানে। তার অব্যবহিত পরেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অপরূপার বিরুদ্ধে পুলিশের কাজে বাধাদানের মামলা রুজু হয়।

উৎপাদন শুরু হলেও প্রতিশ্রুতি অধরাই, নিয়োগপত্র না পাওয়ায় আন্দোলন হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: জমি অধিগ্রহণের পাঁচ বছর পেরিয়ে গেল। সেই জমিতে কয়লা উৎপাদনও পুরোদমে চলছে। অথচ জমির বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি, চাকরি আজও অধরা। এই অভিযোগে শুক্রবার ইস্টার্ন কোলফিল্ডস লিমিটেড (ইসিএল)-এর সোনপুর বাজারি এরিয়া অফিসের প্রধান ফটকের সামনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধরনা ও বিক্ষোভে সামিল হলেন প্রায় ৪২ জন জমিদাতা এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রায় পাঁচ বছর আগে ইসিএল তাঁদের জমি অধিগ্রহণ করে। জমি হস্তান্তরের সময় চাকরির আশ্বাস দেওয়া হলেও আজ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। ইতিমধ্যে অধিগৃহীত জমিতে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়ে গেলেও চাকরির দাবিতে তাঁদের বারবার অফিসের দ্বারস্থ হতে হয়েছে।

আন্দোলনকারীদের দাবি, একাধিকবার সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, বারবার নতুন কাগজপত্র চেয়ে শুধু হয়রানিই করা হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা বা লিখিত আশ্বাস না মেলায় ক্ষোভ চরমে পৌঁছেছে বলে দাবি তাঁদের। ধর্নায় উপস্থিত জমিদাতা মিলন ঘোষ বলেন, 'আজ শুধু জমিদাতারাই নন, তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। আমরা আর কোনও আশ্বাস বা টালবাহানা শুনতে রাজি নই। যতদিন না হাতে চাকরির নিয়োগপত্র পাচ্ছি, ততদিন এই আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে বৃহত্তর গণ আন্দোলনে নামব।' বিক্ষোভকারীরা আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরে দাবি উপেক্ষিত হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। তাঁদের অভিযোগ, জমি হারিয়ে জীবিকার প্রধান অবলম্বনও হারিয়েছেন অনেক পরিবার। ফলে চাকরিই এখন তাঁদের বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা। যদিও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইসিএল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

শিক্ষক বরখাস্তের প্রতিবাদে বিডিও-র স্মরণাপন্ন অবিভাবিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: গত কয়েকদিন আগে পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যাপীঠে এক শিক্ষিককে বরখাস্ত করার অভিযোগকে ঘিরে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয় বিদ্যালয় চত্বরে। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ বিদ্যালয়ে পৌঁছে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়। সেই মতো শুক্রবার কাঁকসার বিডিও-র সঙ্গে অবিভাবকরা দেখা করতে গেলে বিডিও তাদের জানান এই বিষয়ে তিনি আগাম কিছু জানতেন না। পরে কাঁকসা থানার পুলিশ ও গলসি বিধানসভার ৬ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি প্রশান্ত রায় এই বিষয়ে বিডিও অফিসে বৈঠক করেন অবিভাবকদের সঙ্গে। অবিভাবিকারা জানিয়েছেন, ঝামেলার পরের দিন বহিঃস্কৃত শিক্ষক বিরাজ কুমার মণ্ডল বিদ্যালয়ে গেলে তাঁর ক্লাসের জায়গায় কালি দিয়ে রাখা হয়েছে বলে দেখতে পান। এমনকী পড়ুয়াদের ও অবিভাবকদের ভয় দেখানো হয় যদি ওই শিক্ষকের সঙ্গে কেউ সম্পর্ক রাখে, তবে তাদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হবে। এবং তাতে এমন লেখা হবে যে কেউ আর কোথাও ভর্তি হতে পারবে না। তবে অবিভাবকরা কোনও ভাবেই ভয় পাননি। তারা অন্যাইয়ের প্রতিবাদ করবেন বলে জানিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে অবিভাবকদের পক্ষ থেকে সমস্ত সরকারি দপ্তরে অভিযোগ জানানো হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনার তদন্ত করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।

পিস্তল হাতে এক তৃণমূল ছাত্রনেতার ছবি ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পিস্তল হাতে এক তৃণমূল ছাত্রনেতার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই মালদায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে (যদিও ভাইরাল হওয়া ছবির সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা)। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ওই নেতার নাম রিয়াজুল শেখ। তার

বাড়ি চাঁচল মহকুমার রতুয়া থানার সামসি এলাকায়। গত দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে সামসি কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট সভাপতির দায়িত্বে ছিল রিয়াজুল। যদিও এখন তৃণমূলের সমস্ত সংগঠন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা গিয়েছে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ওই নেতা রিয়াজুল একটি ঘরের বিছানার ওপর বসেই ডান হাতে বন্দুক নিয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে রয়েছে। তার পরনে রয়েছে লুঙ্গি এবং স্যান্ডো গেঞ্জি। ইতিমধ্যে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ওই ছাত্রনেতাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই চরম অসস্তিতে পড়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতৃত্ব। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলার প্রাক্তন সভাপতি প্রসুন রায়ের অবশ্য দাবি, 'কয়েক বছর আগে মালতীপুরের বিধায়ক তথা দলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির সুপারিশেই রিয়াজুলকে সামসি কলেজ ইউনিট সভাপতি করা হয়েছিল।' যদিও বিধায়কের নাম প্রকাশ্যে আসতেই আব্দুর রহিম বক্সীর সাফ কথা, 'কে কখন কি করে বেড়াচ্ছে তার দায়িত্ব দল কি করে নিবে? এব্যাপারে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক।' এদিকে রিয়াজুলের এমন ভাইরাল ছবিতেও পরিবারে লোকেরা রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। যদিও পরিবারের আত্মীয়-স্বজনেরা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকেই বলছেন এই ঘটনার পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র কাজ করেছে। বিজেপি দক্ষিণ মালদার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'আসলে ওদের পুরনো অভ্যাস এখনো ভুলতে পারেনি। সন্ত্রাস, দুর্নীতি, কাটমানির একটা দল তৃণমূল। ওই ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে যাতে কঠোর শাস্তি ব্যবস্থা করে পুলিশ সেই দাবি করা হচ্ছে।' চাঁচল মহাকুমার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গিয়েছে ছবিটি অনেক দিনের পুরনো। তবে সোশ্যাল মিডিয়া যে ছবি ভাইরাল হয়েছে সেখানে আসল না নকল বন্দুক রয়েছে, সেটাও তদন্ত সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে ওই ছাত্রনেতা গা ঢাকা দিয়েছে। তার খোঁজে সর্বত্রই তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

কর্মসংস্থানে অগ্রাধিকার দাবিতে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: স্থানীয়দের উপেক্ষা করে বহিরাগতদের নিয়োগের অভিযোগে শুক্রবার দুর্গাপুরের নামো সগরভাঙা সংলগ্ন একটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানার চার নম্বর গেট অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার বাসিন্দারা। আন্দোলনে অংশ নেন বিএমএস (ভারতীয় মজদুর সংঘ)-এর কর্মী-সমর্থকরাও। বিক্ষোভের জেরে কারখানার প্রবেশদ্বারে বেশ কিছু সময় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, কারখানা নির্মাণের জন্য এলাকার বহু মানুষের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে শিল্প দূষণের প্রভাবও সহ্য করতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। অথচ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এলাকার যোগ্য প্রার্থীদের অগ্রাধিকার না দিয়ে বহিরাগতদের নিয়োগ করা হচ্ছে বলে তাঁদের দাবি। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, স্থানীয় যুবকদের বারবার চাকরির আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। বিভিন্ন অজুহাতে নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা হচ্ছে এবং স্থানীয়দের ধারাবাহিকভাবে কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তাঁরা। বিক্ষোভের জেরে শুক্রবার সকাল থেকেই কারখানার চার নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কোকওভেন থানার পুলিশ। পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও আন্দোলনকারীরা তাঁদের দাবিতে অনড় থাকেন।

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। বিজেপির দুর্গাপুর পশ্চিম ৩ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি তেজনারায়ণ পাণ্ডে অভিযোগ করেন, 'তৃণমূল আমলে যে সংস্কৃতিতে স্থানীয়দের বঞ্চিত করে বহিরাগতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হতো, কারখানা কর্তৃপক্ষ এখনও সেই নীতিই অনুসরণ করছে। এলাকার মানুষের জমি ও জীবিকার সঙ্গে আপস করে এই বৈষম্য মেনে নেওয়া যায় না।' যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

প্রেমিকার গলায় কাস্তের কোপ, গ্রেপ্তার প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ১১ কিমি সাইকেল চালিয়ে এসে প্রেমিকার গলায় কাস্তের কোপ বসিয়ে দিল প্রেমিক। বড় হচ্ছে মেয়ে, তাতেই পরকীয়া হচ্ছিল সমস্যা। তলানিতে এসে ঠেকেছিল সম্পর্ক। কিন্তু মেনে নিতে পারেনি প্রেমিক। তাতেই চরম সিদ্ধান্ত। তারপর সোজা ট্রেন ধরে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। পাণ্ডুয়ার দাঁপুড়ে বাড়ি ৩৪ বছরের ওহিদা খাতুনের। তাঁর দুই মেয়েও রয়েছে। সূত্রের খবর, তাঁর সঙ্গেই বিবাহবর্হিভূত সম্পর্ক ছিল গুড়াপ থানা এলাকার কুলবাড়ুই গ্রামের বাসিন্দা গোপাল ক্ষেত্রপাল নামে এক যুবকের। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাত ১১টা নাগাদ প্রায় ১১ কিমি সাইকেল চালিয়ে এসে মুখে গামছা বেঁধে ওহিদার শ্বশুরবাড়িতে ঢোকে গোপাল। বাথরুমের পাশে কাস্তে দিয়ে ওহিদার গলা কেটে পালিয়ে। খবর যায় পুলিশে। তদন্তে নেমে বুধবার রাতে পাণ্ডুয়ার হরাল হাটতলা সংলগ্ন এলাকা থেকে গোপালকে ধরে পুলিশ। পুলিশ সূত্রেই জানা যাচ্ছে, বৈঁচি থেকে ট্রেন ধরে পালানোর ছক কষেছিল সে। কিন্তু তার আগেই পুলিশের হাতে পাকড়াও। পুলিশি জেরায় ভেঙেও পড়েছে গোপাল। খুনের কথা স্বীকারও করে। বুধবারই ওহিদার দিদি ফরিদা বিবি পাণ্ডুয়া থানায় গোপাল ক্ষেত্রপালের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনিই জানান, গোপালের সঙ্গে তাঁর বোনের সম্পর্কের কথা। অন্যদিকে পুলিশের কাছে গোপাল স্বীকার করেছে, ওহিদার মেয়েরা বড় হওয়ার কারণে তাদের সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয়। তাতে থেকেই ঝামেলা। ওহিদার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে গোপালকে তোলা হয় চুঁচুড়া আদালতে।

'টাকা নিল, চাকরি দিল না'

বিক্ষোভে উত্তপ্ত দুর্গাপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: চাকরি দেওয়ার নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শুক্রবার উত্তেজনা ছড়ায় দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর স্টিল প্লান্ট মজদুর ইউনিয়নের কার্যালয়ে। বিজেপির দাবি, তাদের কর্মী-সমর্থক এবং অভিযোগকারী একদল সাধারণ মানুষ ওই ইউনিয়ন কার্যালয়ের দখল নিয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই কার্যালয়ে বসেই চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু বেকার যুবক-যুবতীর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অর্থ নেওয়ার পরও কারও চাকরির ব্যবস্থা করা হয়নি। এই অভিযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে এদিন অভিযোগকারীরা ইউনিয়ন কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। পরে কার্যালয়ের দখল নেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করে বিজেপি। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল-সমর্থিত শ্রমিক সংগঠনের একাংশ দীর্ঘদিন ধরে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বেআইনিভাবে অর্থ আদায় করেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। একইসঙ্গে গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছে বিজেপি। দুর্গাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

শ্যামপুরে উপপ্রধানের বাড়িতে হামলা অগ্নি সংযোগের ঘটনায় আটক ১০

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে না পেয়ে তার বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালালো এবং সমস্ত আসবাবপত্র এবং বাইক সহ অন্যান্য সব কিছু নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল এলাকার লোকজন। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া শ্যামপুর থানা এলাকার নাকোল গ্রাম পঞ্চায়েতে। জানা গিয়েছে, নাকোল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান ও নাকোল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সদানন্দ দাস, বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই এলাকা ছাড়া। তার বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। শুক্রবার এলাকার লোকজন বিশেষত মহিলারা উত্তেজিত হয়ে সদানন্দের বাড়িতে চড়াও হয়। হিসাবে চায় এবং বাড়ির ভেতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। প্রচুর আসবাবপত্র বাড়ির বাইরে বের করে আগুন ও লাগিয়ে দেয় তারা। বাইকে ও আগুন দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে শ্যামপুর থানার বিশাল পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত থাকা সন্দেহে দশজনে কে আটক করেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সাইবার অপরাধ থেকে সাবধান করতে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি বর্ধমানে

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব বর্ধমান: এদিন বর্ধমান রেলওয়ে বালিকা বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলে জেলা পুলিশের মহিলা থানার উদ্যোগে বর্ধমান সহযোদ্ধার ব্যবস্থাপনায় স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি ছাত্রীদের নিয়ে। এই কর্মসূচিতে পূর্ব বর্ধমান মহিলা থানার সাব ইন্সপেক্টর রিয়া পাল এবং ইতু ঘোষ ওই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে নিজেকে নিরাপদ রাখার বেশ কিছু বার্তা দেন। যার মধ্যে সাইবার ক্রাইম যেখানে ঘটে চলা অপরাধ ক্রমশই বাড়ছে এবং তার থেকে কিভাবে নিজেকে সতর্ক রাখতে হবে নিরাপদে রাখতে হবে তার ব্যাখ্যা করেন। পাশাপাশি মোবাইল ব্যবহার সম্পর্কেও সচেতনতা বাড়ানোর দিকে খেয়াল দিতে বলেন তারা। এবং গোপন তথ্য কারও হাতে তুলে দেওয়া উচিত নয় এমনই বার্তা দেওয়া হয়। এছাড়া কম বয়সে বিয়ে একজন মেয়ের যার ১৮ বছর বয়স হয়নি তার পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক সেই সঙ্গে শারীরিক নির্যাতন এবং যৌন হেনস্থা পক্স আইন সম্পর্কেও বোঝানো হয়। বিশেষ করে 'না' বলতে শেখো এই কথাটার ওপরেই ছাত্রীদের জোর দিতে বলেন তারা। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান সহযোদ্ধার প্রতিনিধিরা। এছাড়াও রেলওয়ে বিদ্যাপীঠ গার্লস স্কুলের টিচার ইনচার্জ নমিতা মণ্ডল-সহ বিদ্যালয় ছাত্রী এবং অন্যান্য শিক্ষিকারা।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, স্বরূপনগর: অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ মহিলাদের। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে স্বরূপনগর বিডিও অফিসে। মহিলারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাদার অভিযোগ রাজ্য সরকারের দেয়া অন্নপূর্ণা

যোজনার তিন হাজার টাকা পয়লা জুলাই অনেকে পেলেও, কয়েক হাজার মহিলারা টাকা পাননি। অবিলম্বে তাদেরকে টাকা দেওয়া হোক। এই দাবিতে বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার স্বরূপনগর বিডিও অফিসে শতাধিক মহিলা বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, বহু অযোগ্যরা টাকা পেয়েছেন কিন্তু তারা যোগ্য হয়েও, অনলাইন এবং অফলাইন দুই জায়গায় ফর্ম ফিলাপ করার পরেও তাঁদের অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা ঢোকেনি। পাশাপাশি কিছু মহিলার অভিযোগ, তাঁরা প্রথম একবার টাকা পেয়েছেন, তারপর থেকে আর পাচ্ছেন না। তাই অবিলম্বে টাকা দিতে হবে এই দাবিতে শতাধিক মহিলা স্বরূপনগর বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ (তপশিল ৩)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

চাকদা শাখা
এস পি মুখার্জি রোড, অনন্ত অমিয় সুপার মার্কেট, চাকদা
নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২২২

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৩.০৪.২০২৬** তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে আহ্বান পূর্বক একটি দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে :
১. **মেসার্স ঘোষ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী : চিত্তরঞ্জন ঘোষ,** ঠিকানা রামনগর, পো - চাকদা, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২২২।
২. **শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষ (ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা)** পিতা প্রয়াত নিত্য গোপাল ঘোষ, রামনগর, পো - চাকদা, নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২।
৩. **শ্রী সুদীপ ঘোষ (জামিনদাতা),** পিতা চিত্তরঞ্জন ঘোষ রামনগর, পো - চাকদা, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২২২।
সংশ্লিষ্ট **চাকদা শাখা** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২৫,৯৬,০৬৮.০০ টাকা** (পঁচিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার আটষট্টি টাকা) **২৩.০৪.২০২৬** অনুযায়ী উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩ জুলাই ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নিকট বকেয়া **২৫,৯৬,০৬৮.০০ টাকা** (পঁচিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার আটষট্টি টাকা) **২৩.০৪.২০২৬** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : জেএল নং ১১, মৌজা- ধানিচা, জমির পরিমাপ ১৮ শতক বা ০.১৮ একর তদস্থিত ভবন এবং দোকান ঘর, প্লট নং আরএস এবং এলআর ৭০১/৯১০, খতিয়ান নং আরএস ৫৬, ২৪১, ৩১৪, ৬০৩, এলআর -৩৯, ৭৬২, বর্তমান এলআর -১২৪৭, পরিবর্তন কৃত বিলি (বাণিজ্যিক) এবং চাতাল (বাণিজ্যিক) তাতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, গ্রাম - ধানিচা, চাকদহ, এডিএসআরও- চাকদহ, নদিয়া, থানা : চাকদহ। **উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক। দক্ষিণে : মদন মোহন বৈষ্ণব এবং অন্যান্যর সম্পত্তি। পূর্বে : বিশ্বজিৎ সাহা এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : সুভাষ সরকার এর সম্পত্তি।

তারিখ : ০৩.০৭.২০২৬/স্থান : চাকদা — অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
রেজি. অফিস : ১৩/৩ স্ট্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-২২২৬৮৬১৯/২২২৯১১২৪
ইমেল: kolkata@alfredherbert.com
ওয়েবসাইট: www.alfredherbert.co.in
CIN : L74999WB1919PLC003516

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ স্থানান্তর

এতদ্বারা বিজ্ঞপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন এর ধারা ১২৪(৬) এবং তৎসহ পঠিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড(আইইপিএফ) অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস ২০১৬ (রুলস) সংশোধিত মতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক কর্তৃক বিজ্ঞাপিত অনুযায়ী।
সংশ্লিষ্ট রুলস অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক একাদিক্রমে সাত বছর ডিভিডেন্ড প্রদান করা হয়নি বা দাবি করা হয়নি এমন শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ), কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থাপিত- তে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণের সর্বশেষ প্রাপ্ত ঠিকানায় যাদের শেয়ার আইইপিএফ তে উক্ত রুলস অধীনে স্থানান্তরাধীন তাদের ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে। কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারগণের বিষয়ে বিস্তারিত আইইপিএফতে স্থানান্তরাধীন শেয়ারের বিষয়ে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.alfredherbert.co.in আপলোড করেছে। শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন ওয়েবসাইটের বিনিয়োগ সম্পর্কিত পৃষ্ঠা দেখেন যাতে তাদের আইইপিএফ তে স্থানান্তরাধীন শেয়ারের বিস্তারিত যাচাই করতে পারেন।
এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল শেয়ারহোল্ডারকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ২০১৮-১৯ এবং পরবর্তী অর্থবছরগুলোর অবণ্টিত লভ্যাংশ দাবি করার জন্য উপরে উল্লিখিত যোগাযোগ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তরকারী এজেন্ট (আরটিএ) -এর কাছে জমা দিন, যাতে শেয়ারগুলো আইইপিএফ-এ হস্তান্তর না করা হয়। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে কোনো বৈধ দাবি পাওয়া না গেলে, কোম্পানি উক্ত বিধিতে উল্লিখিত যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কোনো প্রকার পূর্ব-নোটিশ ছাড়াই শেয়ার এবং সমস্ত অবণ্টিত লভ্যাংশ আইইপিএফ-এ হস্তান্তর করতে বাধ্য হবে। এই প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :
ক) ফিজিক্যাল বা ভৌত আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে - ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার মাধ্যমে এবং পরবর্তীতে তা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার মাধ্যমে।
খ) ডিম্যাট আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে - ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের সহায়তায় সরাসরি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিমেট অ্যাকাউন্টে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে।
অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে, উক্ত বিধিমালার আওতায় আইইপিএফ-এ হস্তান্তরিত শেয়ার এবং দাবিহীন লভ্যাংশের অর্থের বিষয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো দাবি উত্থাপন করা যাবে না। আরও জানানো যাচ্ছে যে, এই হস্তান্তরের পরেও শেয়ারহোল্ডার বা দাবিদাররা আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত শেয়ার এবং এর সাথে প্রাপ্ত যাবতীয় সুবিধা ও লভ্যাংশ দাবি করতে পারবেন; তবে এর জন্য বিধিমালার নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য www.iepf.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
এ বিষয়ে কোনো স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে অনুগ্রহ করে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট : মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রা. লি., ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০ ০০১। ফোন নং ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮, ২২৪৩ ৫০২৯; ই-মেইল mdpldc@yahoo.com। -এর সাথে যোগাযোগ করুন।

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এর পক্ষে
তৃপ্তি উপাধ্যায়
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩ জুলাই ২০২৬

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্মৃতি পক্ষ উপলক্ষে সরঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতি পক্ষ উপলক্ষে খণ্ডঘোষের সরঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ে এক বর্ণাঢ্য আলোচনা সভা ও স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক, সমাজসেবী ও রাজনৈতিক কর্মী মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র। অনুষ্ঠানের সূচনায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এরপর ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং রবীন্দ্রসংগীত 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র নিজের ছাত্রজীবনের নানা স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, পঞ্চম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এই বিদ্যালয়েই তাঁর শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়েছে। ২০০২ সালে মাধ্যমিক এবং ২০০৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি এই বিদ্যালয় থেকেই উত্তীর্ণ হন। দীর্ঘদিন পর নিজের প্রিয় বিদ্যালয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়ে তিনি গর্ব ও আবেগ প্রকাশ করেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবনাদর্শ, দেশপ্রেম, শিক্ষাচিন্তা এবং জাতি গঠনে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরে তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করাই নয়, সৎ, শৃঙ্খলাপরায়ণ, চরিত্রবান ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলাই প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য। তিনি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার মান, নৈতিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় চেতনার বিকাশেও সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে ভবিষ্যতেও নিজের সাধ্য অনুযায়ী সর্বদা পাশে থাকার আশ্বাস দেন তিনি। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনুপ কুমার মণ্ডল, প্রবীণ শিক্ষক প্রণবেশ হাটি, নারায়ণ চন্দ্র রায়, নরেন চ্যাটার্জী, সুমন্ত চৌধুরী, আসিফ জামাল-সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা পর্বে শিক্ষার্থীরাও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবন ও কর্ম নিয়ে বক্তব্য রাখে। অনুষ্ঠানের শেষে প্রধান শিক্ষক অনুপ কুমার মণ্ডল সকল অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষার্থী ও উপস্থিত ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আলোচনা সভা, স্মৃতিচারণ, শিক্ষার্থীদের বক্তব্য এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতি পক্ষের অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ও মর্যাদার সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

শ্রাবণের তারকেশ্বর মন্দিরে প্রতি রবিবার কপ্টার থেকে হবে পুণ্যার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টি

মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শ্রাবণ মাসের ধর্মীয় আবহকে আরও বিশেষ করে তুলতেও নেওয়া হয়েছে অভিনব উদ্যোগ। তারকেশ্বর, জলপাইগুড়ির জল্পেশ এবং কালচিনির মহাকাল মন্দিরে শ্রাবণ মাসের প্রতি রবিবার কপ্টার থেকে পুণ্যার্থীদের উপর পুষ্পবৃষ্টির আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন, পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি বলেন, 'এই সব জায়গায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী মহাদেবের মাথায় প্রতি বছর জল ঢালতে আসেন। সেই ভক্তদের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি করা হবে।' আগামী ১৬ জুলাই রথযাত্রা। কিন্তু রাজ্যের বহু প্রাচীন রথযাত্রাই আর্থিক অনটনের কারণে জৌলুস হারিয়েছে। একশো, দেড়শো কিংবা আরও প্রাচীন রথযাত্রাগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনাও করেছে রাজ্য সরকার। আর শ্রাবণী মেলা ঘিরে তো সাজ সাজ রব। চাঁপদানির বিধায়ক দিলীপ সিং জানিয়েছেন, '১৪টি ঘাটের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছে ৬টি ঘাট।

আগে নিমাইতীর্থ ঘাটে কয়েকশো ভক্তের ভিড় হলেই গেল গেল রব উঠত। সেই জায়গা এখন বাড়ানো হয়েছে। বসানো হচ্ছে টাইলস। শুধু ঘাট নয়, বদলে যাচ্ছে পথই। শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে জোরকদমে।' বিধায়ক দিলীপ সিং বলেন, 'প্রতি পাঁচ কিলোমিটার অন্তর প্রশাসনের কন্ট্রোল রুম থাকবে। চিকিৎসাকেন্দ্র, বিশ্রামের ব্যবস্থা, খাবার ও পানীয় জলের ঘাটতি হবে না।' যে পথ এতদিন অন্ধকার ছিল, সেখানে জ্বলবে আলোর মালা। প্রথমবার পুরো যাত্রাপথ আলোকসজ্জায় সেজে উঠবে। থাকবে স্থায়ী শৌচাগার, বায়ো-টয়লেট। দীর্ঘ পথ হাঁটতে গিয়ে ভক্তদের পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। সেই দিকটাও খেয়াল রাখছে সরকার। ভক্তদের কষ্ট কমাতে রাস্তার বিভিন্ন অংশে বিছিয়ে দেওয়া হবে কটনের ম্যাটও। কাজে লাগানো হচ্ছে প্রযুক্তিকেও। আকাশে নজর রাখবে ড্রোন। নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবে পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী এবং এনডিআরএফ। তবে এ বারের শ্রাবণী মেলার অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি। বিধায়ক দিলীপ সিংয়ের কথায়, '১৯ তারিখ নিমাইতীর্থ ঘাট থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত আকাশপথে পুষ্পবর্ষণ করা হবে।' তার আগে ১৪ জুলাই নিমাইতীর্থ ঘাটে হবে গঙ্গা আরতি। মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ও ভাস্কর ভট্টাচার্য। গোটা আয়োজনের তদারকি করছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। মাঠে নেমে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন চাঁপদানি, সিঙ্গুর, তারকেশ্বর ও হরিপালের বিধায়কেরা।

রোজ স্কুল খুলতে দেরি, রোদে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা

ব্যবস্থা নিলেন বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: নিত্যদিন সময়ের পরেই খোলা হচ্ছিল বিদ্যালয়ের গেট। যার কারণে প্রখর রোদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হতো পড়ুয়াদের। বিষয়টি জানতে পেরে ব্যবস্থা নিলেন খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি ।ঘটনাটি খন্ডঘোষ বিধানসভার উদয় কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। এদিন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট বেজে গেলেও বিদ্যালয়ের গেট না খোলায় গেটের বাইরে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল পড়ুয়ারা। অভিযোগ, তখনও স্কুলে উপস্থিত হননি কোনও শিক্ষক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি তাপস মল্লিক। তিনি বিদ্যালয়ের সামনে গিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পরে শিক্ষকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জানান, পরের দিন থেকে রোজ সকাল ১০টার মধ্যে স্কুল খুলতে হবে এবং সকল শিক্ষককে সময়মতো উপস্থিত থাকতে হবে। এমনই দাবি জানান, শিক্ষিকদের। সেই মত সকলেই নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হবেন বলেই আশ্বাস দিয়েছেন।

নদীবাঁধ কেটে রাস্তা-বাড়ি নির্মাণ!

আরামবাগে প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বর্ষার মুখে বিপন্ন দ্বারকেশ্বর নদীবাঁধ। বেআইনি নির্মাণে বাড়ছে আশঙ্কা। এমনকি সেচ দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এলাকার মানুষ। প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবিতে সরব স্থানীয় বাসিন্দারা। বর্ষা এলেই নদীবিধৌত এলাকার মানুষের প্রধান ভরসা নদীবাঁধ। বছরের পর বছর ধরে এই বাঁধই বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করে জনবসতি, কৃষিজমি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু সেই নদীবাঁধই যদি ধীরে ধীরে ব্যক্তি স্বার্থে কেটে ফেলা হয়, তার উপর যদি একের পর এক পাকা বাড়ি, দোকান বা রাস্তা তৈরি হয়, তাহলে ভবিষ্যতে বড়সড় বিপর্যয়ের আশঙ্কা থেকেই যায়। আর সেই আশঙ্কাই এখন ক্রমশ প্রকট হচ্ছে আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদীবাঁধকে ঘিরে। অভিযোগ, আরামবাগের তালপুকুর থেকে বন্দরগামী রাজ্য সড়কের গির্জাতলার আগে ইটভাটা এলাকায় দ্বারকেশ্বর নদীবাঁধের ওপর বেআইনিভাবে পাকা বাড়ি, গেট নির্মাণ এবং বাঁধ কেটে ঢালাই রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। অথচ বর্ষার মরসুমে নদীবাঁধ সংরক্ষণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সংস্কারে সেচ দপ্তরের তৎপরতা কার্যত চোখে পড়ছে না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় মানুষের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আরামবাগ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নিতাই পোড়ে নদীবাঁধ কেটে রাস্তা নির্মাণ করেছেন। সংবাদমাধ্যমের সামনেই তিনি স্বীকার করেন, 'সেচ দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই বাঁধ কেটে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে।' তাঁর বক্তব্য, 'বাঁধ কেটে রাস্তাটা একটু বেড়ে গিয়েছিল বলে রাস্তার কিছু অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বাঁধ কাটা বেআইনি হয়েছে, তবে সবাই করছে বলেই আমিও করেছি। এখানে বন্যা হয় না।' তবে স্থানীয় মানুষের দাবি, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। দ্বারকেশ্বর নদীবাঁধের বিভিন্ন অংশে দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তি স্বার্থে বাঁধ কেটে বাড়ি, দোকানঘর, গেট ও রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এলাকার এক প্রবীণ বাসিন্দার কথায়, 'আজ হয়তো বড় বন্যা হচ্ছে না, কিন্তু প্রকৃতির উপর ভরসা করা যায় না। একটানা ভারী বৃষ্টি বা জলাশয় থেকে অতিরিক্ত জল এলে এই দুর্বল বাঁধ ভেঙে গেলে কয়েক হাজার মানুষ বিপদের মুখে পড়বেন। তখন দায় কে নেবে?' এই বিষয়ে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, 'দ্বারকেশ্বর নদীবাঁধের ওপর যেসব বেআইনি নির্মাণ হয়েছে, সে বিষয়ে প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' এখন এলাকাবাসীর একটাই দাবি, বর্ষার মধ্যেই নদীবাঁধের সমস্ত বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI *Relationship beyond banking*

বর্ধমান আঞ্চলিক দপ্তর
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর
জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, দূরভাষ নং ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[রুল ৮(৬) -এর বিধান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) **-এর বিধান** সহ পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে অস্থাবর/স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার গঠনমূলক দখল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিকদের দ্বারা নেওয়া হয়েছে, নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাপ্য নীচে উল্লিখিত পরিমাণগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য **১১.০৮.২০২৬** তারিখে "যেমন আছে সেখানে" বিক্রি করা হবে, "যেমন আছে", এবং "যা কিছু আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। রিজার্ভ মূল্য এবং আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক. সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়) খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ	১. মজুত মূল্য ২. অগ্রিম মূল্য জমা (ইএমডি) ৩. বিড বর্ধিত অঙ্ক
১.	**পুরুলিয়া শাখা** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **কৃষ্ণ পদ পাণ্ডে এবং অর্চনা পাণ্ডে** **ঠিকানা: ইয়ার আলী ধোপা লেন নীলকুঠি ডাঙ্গা পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গ**	সম্পত্তিটি একটি দোতলা বাণিজ্যিক ভবন যা মৌজা-পুরুলিয়া, পরগনা-ছররা, জে.এল. নং-২৯২/২, আর.এস প্লট নং-১৪৪২২, আর.এস খতিয়ান-২৭২৫, হোল্ডিং নং-৬৮, পুরুলিয়া পৌরসভার অন্তর্গত, পোঃ-পুরুলিয়া, থানা-পুরুলিয়া, জেলা-পুরুলিয়ায় অবস্থিত। সম্পত্তিটি কৃষ্ণ পদ পাণ্ডের নামে রয়েছে। **চৌহদ্দী:-** পূর্ব- সাধারণ রাস্তা এবং নগরী রঞ্জন গাঙ্গুলীর বাড়ি ও জমি, পশ্চিম- নিখিল মুখার্জি এবং রেখা মল্লিকের বাড়ি, উত্তর- সুনীতি কুমার চক্রবর্তী এবং দেবী প্রসাদ চক্রবর্তীর বাড়ি; দক্ষিণ- নগরী রঞ্জন গাঙ্গুলীর বাড়ি	**ক. ১২.৭০ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** **খ. ২০.০১.২০২৬** **গ. ১৫.০৫.২০২৬**	**১. ২২,২৩,০০০.০০ টাকা** **২. ২,২২,৩০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
২.	**বার্নপুর শাখা** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **মোঃ এখলাক এবং তামান্না পারভীন** **ঠিকানা: নয়া বস্তি রোড আর নগর বার্নপুর আসানসোল এমসি বার্নপুর জেলা-বর্ধমান**	সম্পত্তিটি **মোঃ এখলাক এবং তামান্না পারভীনের নামে** রয়েছে। সম্পত্তিটি একটি তিনতলা আবাসিক ভবন যা মৌজা-নরসিংবাঁধ, জেএল নং-২১, খতিয়ান নং-৩১৮৯, প্লট নং-৪৭৩২, থানা-হীরাপুর, মহকুমা এবং এডিএসআর অফিস-আসানসোল, জেলা-পশ্চিম বর্ধমানে অবস্থিত। জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক। **চৌহদ্দী:-** পূর্ব- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- দাতার জমি, উত্তর- ১৩ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- ৪৭৩১ প্লট।	**ক. ২৮.১৯ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** **খ. ২৭.১১.২০২৫** **গ. ২০.০২.২০২৬**	**১. ৩২,৫৪,০০০.০০ টাকা** **২. ৩,২৫,৪০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
৩.	**বার্নপুর শাখা** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **সৈয়দ মোহাম্মদ আফরোজ** **ঠিকানা: ধরমপুর বার্নপুর**	সম্পত্তিটি **সৈয়দ মোহাম্মদ আফরোজের নামে** রয়েছে। সম্পত্তিটি একটি তিনতলা আবাসিক ভবন যা মৌজা-হীরাপুর, সি.এস খতিয়ান নং-১৩৫, আর.এস খতিয়ান নং-৬১২, ৬১৩, সি.এস দাগ নং-২৩ ও ২৪, আর.এস দাগ নং-৪৫০ ও ৪৫১। এল.আর প্লট নং-৫৪৩ ও ৫৪৪, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, এডিএসআর অফিস-আসানসোল। **চৌহদ্দী:-** পূর্ব- গলি, পশ্চিম- গলি, উত্তর- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- সৈয়দ মাকসুদের বাড়ি	**ক. ৮.৬৬ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** **খ. ০৩.১১.২০২৫** **গ. ১৫.০১.২০২৬**	**১. ৪৩,৯০,০০০.০০ টাকা** **২. ৪,৩৯,০০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
৪.	**বার্নপুর শাখা** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **মোঃ রশিদ** **পিতা- ওয়াসিম আহমেদ** **ঠিকানা: রব্বানিয়া গার্লস হাই স্কুল হাটন রোড বার্নপুর বর্ধমান**	সম্পত্তিটি 'প্রীতি অ্যাপার্টমেন্ট'-এর ১ম ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং-১০৩, হোল্ডিং নং-৬০(১৪), এম.এন সাহা রোড, হাটন রোড, পাঠক বাড়ি, জে.এল নং-২০, আর.এস প্লট নং-৭৬২১, ৭৬২৩, ৭৬২৫, আর.এস খতিয়ান নং-৯২৭৯, পোঃ- আসানসোল, থানা-আসানসোল, জেলা-পশ্চিম বর্ধমানে অবস্থিত। সম্পত্তিটি **মোঃ রশিদের নামে** রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দী:-** পূর্ব- সাধারণ রাস্তা, পশ্চিম- এম.এন সাহা রোড, উত্তর- মোঃ ইবরার ও অন্যান্যদের বাড়ি, দক্ষিণ- অন্যদের ভবন।	**ক. ২৯.৩৭ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** **খ. ২৯.০৮.২০২২** **গ. ২১.১২.২০২২**	**১. ৩২,৪৬,০০০.০০ টাকা** **২. ৩,২৪,৬০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
৫.	**ভি.সি মোড় শাখা** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **জনাব মোস্তফা শেখ** **ঠিকানা: পিতা- কাদের শেখ** **গ্রাম- গাঙ্গুরিয়া পোঃ- মধ্যমগ্রাম**	সম্পত্তিটি একটি দোতলা আবাসিক ভবন যা মৌজা-গাঙ্গুরিয়া, জে.এল নং-১৩২, এল.আর প্লট নং-৯৪৬, এল.আর খতিয়ান নং-২৬১৮, পোঃ-মধ্যমগ্রাম, থানা- মন্তেশ্বর, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, ডব্লিউবি-৭১৩১৩২ -তে অবস্থিত। সম্পত্তির পরিমাণ ৮.০০ ডেসিমেল (শতক)। **চৌহদ্দী:-** পূর্ব- কবির শেখের জমি, পশ্চিম- বাঁকার পুল থেকে সোনারগাছি রাস্তা, উত্তর- হোসেন শেখের জমি, দক্ষিণ- আজমত শেখের জমি।	**ক. ১৮.৯৮ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** **খ. ২১.১১.২০২৫** **গ. ১৪.০৫.২০২৬**	**১. ২৬,৭৮,০০০.০০ টাকা** **২. ২,৬৭,৮০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
৬.	**ধাত্রীগ্রাম শাখা** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **পলাশ করাতি এবং সুখদা করাতি** **পিতা- সুনীল করাতি** **ঠিকানা: গ্রাম- গোয়ারা পোঃ- নিভুজিবাজার জেলা- বর্ধমান**	সম্পত্তিটি **পলাশ করাতি এবং সুখদা করাতির নামে** রয়েছে। সম্পত্তিটি একটি একতলা আবাসিক ভবন যা এল.আর প্লট নং-২৩১, খতিয়ান নং-৪৮২১ ও ৪৮২২, মৌজা-ধাত্রীগ্রাম, জে.এল নং-৮৭, থানা-কালনা, জমির পরিমাণ-০.০৯ একর, ধাত্রীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, উর্বশী সিনেমা হলের পাশে, গ্রাম-ধাত্রীগ্রাম, জেলা-পূর্ব বর্ধমানে অবস্থিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দী:-** পূর্ব- মধুসূদন ঘোষের বাড়ি, পশ্চিম- উর্বশী সিনেমা হল, উত্তর- কানাই চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি, দক্ষিণ- কালনা-বর্ধমান রাস্তা	**ক. ৯.৭৪ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** **খ. ২৮.১০.২০২৫** **গ. ১৭.০৩.২০২৬**	**১. ৫১,৯১,৪০০.০০ টাকা** **২. ৫,১৯,১৪০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
৭.	**জামুরিয়া শাখা** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **সঞ্জয় শ' এবং ববিতা শ'** **ঠিকানা: নরসিংহ বাঁধ মল্লিক পাড়া বার্নপুর জেলা- পূর্ব বর্ধমান**	সম্পত্তিটি একটি দোতলা বাণিজ্যিক ভবন যা মৌজা- দুবুরডিহি, জে.এল নং-২, আর.এস এবং এল.আর প্লট নং-১২৭, আর.এস খতিয়ান নং-২০৬, এল.আর খতিয়ান নং-৩৯৩ -এ অবস্থিত, কৈলাশ শ' -এর নামে ১৬.০৮.২০১১ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ৮২৭৪ এবং **শ্রী সঞ্জয় শ' এবং শ্রীমতী ববিতা শ'-এর নামে** ২০.০৮.২০১৮ তারিখের দানপত্র দলিল নং ০২২৪০৩০৩৯/২০১৮ অনুযায়ী পরিমাপ ৫ ডেসিমেল (শতক)। **সম্পত্তির চৌহদ্দী:-** পূর্ব- হরিপদ মণ্ডলের জমি, পশ্চিম- সন্তোষ নওয়ারের জমি, উত্তর- ১২৭ নং প্লটের অংশ, দক্ষিণ- রাস্তা	**ক. ৩৪.৯৫ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** **খ. ০৬.০৪.২০২৬** **গ. ১৭.০৬.২০২৬**	**১. ৪৫,৪৪,০০০.০০ টাকা** **২. ৪,৫৪,৪০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
৮.	**ডোমাহানি শাখা** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **সরবজিৎ সিং** **ঠিকানা: প্রযত্নে- গুরনাম সিং ২ নং ছাইধোরোয়া মসজিদের বিপরীতে জামুরিয়া শ্রীপুর বাজার আসানসোল**	সম্পত্তিটি একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, অর্থাৎ রিয়া রেসিডেন্সি-র প্রথম ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং এফ-৫, যা এস.পি মুখার্জি রোড, ঊষাগ্রাম, মুর্গাসোল, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০৩-এ আর.এস প্লট নং-৯৫৬, আর.এস খতিয়ান নং-৪৫৯, জে.এল নং-৩৫, মৌজা-আসানসোলের অধীনে অবস্থিত। সম্পত্তির পরিমাণ ১০৫১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) এবং ৭৮৮ বর্গফুট (কার্পেট এরিয়া)। সম্পত্তিটি **শ্রী সরবজিৎ সিংয়ের নামে** রয়েছে। **সম্পত্তির চৌহদ্দী:-** পূর্ব- জনাব সুবল চন্দ্র দত্তের বাড়ি, পশ্চিম- ২৪ ফুট চওড়া রাস্তা, উত্তর- জনাব এন.সি ব্যানার্জির বাড়ি, দক্ষিণ- ১৯ ফুট চওড়া রাস্তা।	**ক. ২০.৫৫ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** **খ. ০১.১১.২০২৫** **গ. ০৮.০১.২০২৬**	**১. ২৫,৪০,০০০.০০ টাকা** **২. ২,৫৪,০০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
৯.	**রাণীগঞ্জ শাখা** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **মেসার্স সিংঘম এন্টারপ্রাইজ (প্রোপ্রাইটর- অভিষেক সিংহ)** **ঠিকানা: বাঁধাপুকুর পাড়া, সাহেবগঞ্জ জেলা- পশ্চিম বর্ধমান**	সম্পত্তিটি একটি খালি জমি যা আর.এস এবং এল.আর প্লট নং ৫৫, আর.এস খতিয়ান নং-১৮, এল.আর খতিয়ান নং-২৯০০, মৌজা- সাহেবগঞ্জ, জে.এল নং-২৫, থানা-রাণীগঞ্জ, জেলা-পশ্চিম বর্ধমানে অবস্থিত, ১৯.০৯.২০১৮ তারিখের বিক্রয় দলিল নং ০২০৪০৪৭৯৫ অনুযায়ী জমির পরিমাণ ২ কাঠা বা ১৪৪০ বর্গফুট। সম্পত্তিটি **অভিষেক সিংহ এবং তৃপ্তি সিংহ** -এর নামে রয়েছে। **চৌহদ্দী:-** পূর্ব- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিম- আর.এস প্লট নং ৫৫, উত্তর- আর.এস প্লট নং ৫৫, দক্ষিণ- আর.এস প্লট নং ৫৫।	**ক. ২০.৬০ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** **খ. ২৪.১২.২০২৫** **গ. ২০.০৫.২০২৬**	**১. ২৪,৬৮,০০০.০০ টাকা** **২. ২,৪৬,৮০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
১০.	**পাঞ্চাল শাখা** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **শ্রীধর সহিস এবং শম্পা বাউরি সহিস** **পিতা- প্রদীপ সহিস** **ঠিকানা: গ্রাম- ইন্দাস পোঃ- ইন্দাস জেলা- বাঁকুড়া**	সম্পত্তিটি একটি আবাসিক ভবন যা মৌজা-মির্জাপুর, ইন্দাস-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জে.এল. নং-১৪, এল.আর খতিয়ান নং-১৮৭৮, দাগ নং-১২১২ -তে অবস্থিত, জমির পরিমাণ ০.০৩৫৭ একর বা ১৫৬০ বর্গফুট বা ২ কাঠা ২ ছটাক ৩০ বর্গফুট, জেলা-বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৫। **সম্পত্তির চৌহদ্দী:-** পূর্ব- ববিতা দের বাড়ি, পশ্চিম- উমা দাসের সম্পত্তি, উত্তর- ৮ ফুট রাস্তা, দক্ষিণ- বিরাজ বসুর সম্পত্তি	**ক. ২০.৮৯ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** **খ. ১০.১১.২০২৫** **গ. ২৪.০৬.২০২৬**	**১. ১০,৯৪,০০০.০০ টাকা** **২. ১,০৯,৪০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
১১.	**আপকার গার্ডেন শাখা** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **শুভাশিস ব্যানার্জি এবং মীনা ব্যানার্জি** **পিতা- রামেশ্বর ব্যানার্জি** **ঠিকানা: ৬৯ রবীন্দ্র নগর শিবা রানী ভবন ডলি লজ আসানসোল**	সম্পত্তিটি **শ্রী শুভাশিস ব্যানার্জি এবং মীনা ব্যানার্জির নামে** রয়েছে। সম্পত্তিটি একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, অর্থাৎ 'তিতাস অ্যাপার্টমেন্ট'-এর ৪র্থ ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং টি-১০, একটি পাঁচতলা ভবন যা মৌজা-গোপালপুর, জে.এল. নং-১০, আর.এস প্লট নং-৫৮৫/৯৩১, ৪৫৮, এল.আর প্লট নং-৭৮৬,৭৮৭, আর.এস খতিয়ান নং-৬৯০, ২৩১, এল.আর খতিয়ান নং-৪৩২, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মধ্যে, জেলা-পশ্চিম বর্ধমানে অবস্থিত। **সম্পত্তিটির চৌহদ্দী নিম্নরূপ:**	**ক. ২১.১৭ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** **খ. ১৬.১১.২০২৩** **গ. ২৭.০২.২০২৪**	**১. ২২,৪৮,০০০.০০ টাকা** **২. ২,২৪,৮০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**
১২.	**বার্নপুর শাখা** **ঋণগ্রহীতাদের নাম:-** **সৈয়দ মোহাম্মদ আফরোজ** **ঠিকানা: ধরমপুর বার্নপুর আসানসোল**	সম্পত্তিটি **সৈয়দ মোহাম্মদ আফরোজের নামে** রয়েছে। সম্পত্তিটি একটি তিনতলা আবাসিক ভবন যা মৌজা-হীরাপুর, সি.এস খতিয়ান নং-১৩৫, আর.এস খতিয়ান নং-৬১২, ৬১৩, সি.এস দাগ নং-২৩ ও ২৪, আর.এস দাগ নং-৪৫০ ও ৪৫১। এল.আর প্লট নং-৫৪৩ ও ৫৪৪, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, এডিএসআর অফিস-আসানসোল। **সম্পত্তির চৌহদ্দী:** পূর্ব- গলি, পশ্চিম- গলি, উত্তর- ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণ- সৈয়দ মাকসুদের বাড়ি।	**ক. ২১.২৮ লক্ষ টাকা সহ ইউসিআই সহ অন্যান্য চার্জ।** **খ. ০৩.১১.২০২৫** **গ. ১৫.০১.২০২৬**	**১. ৪০,১৮,০০০.০০ টাকা** **২. ৪,০১,৮০০.০০ টাকা** **৩. ১০,০০০.০০ টাকা**

নিয়ম ও শর্তাবলী:

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় **১১.০৮.২০২৬ বেলা ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **১০.০৮.২০২৬ তারিখ (বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত)** পর্যন্ত দেখতে পারেন।
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল **https://BAANKNET.com** -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন এবং ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যোগাযোগ করতে পারেন ব্যক্তি ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭)-এর সঙ্গে।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**", "**যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে**" এবং "**কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**" বিক্রি হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা তাঁদের ডাক দাখিলের পূর্বে নিলানের প্রদত্ত সম্পত্তির ঝঞ্ঝাট ও স্বত্ব এবং সম্পত্তিতে প্রভাব ফেলে এমন দাবি/স্বত্ব/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব খোঁজখবর নেবেন। অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত উত্তমর্ণরা যে-কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/স্বত্ব/বকেয়ার জন্য কোনওভাবেই দায়ী হবেন না।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **১১.০৮.২০২৬** তারিখ বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে;বিক্রয় অসম্পূর্ণ/বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।
(৯) ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ব্যাঙ্কের কার্যকালে **৩০ দিনের** মধ্যে আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।
(১০) গোটা বিক্রয় পর্ব মিটে যাওয়ার পর অনুমোদিত অফিসার ডাকদাতা বা তাঁর নমিনি বা অন্য ব্যক্তির সঙ্গে যুগ্মভাবে ডাকদাতার নামে সেল সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন এবং বিক্রি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করবেন এবং আর কোনও দাবি গ্রাহ্য করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের প্রতি অগ্রিম ২০০২ সালের দ্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর রুল ৮(৬) অধীন পনের (১৫) দিনের নোটিসও।

তারিখ: ০৪.০৭.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাংক লি.
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি
৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ল্যান্ডলাইন : ০৩৩-৬৬৫৫ ৭৭৪৬, ফোন নম্বর : ৭৬৯৬০২০২১৯
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN: L65190MH2004GOI148838

সারফেসি আইন অধীনে জামিনদত্ত স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রকাশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ, বন্ধকদাতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত বিক্রি করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** ভিত্তিতে ১১.০৮.২০২৬ তারিখে।

১. ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা ৩. লোন অ্যাকাউন্ট নাম্বার	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখলের তারিখ গ. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ঘ. দখলের ধরণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি) গ. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ. ই-নিলামের তারিখ
মা লক্ষ্মী রাইস মিল (ঋণগ্রহীতা) গ্রাম এবং পো : জলেশ্বর, থানা : গাইঘাটা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪৩২৪৯ এবং **শ্রী বঙ্কিম কুমার বিশ্বাস, শ্রী সুভাষ কুমার বিশ্বাস এবং শ্রী গৌতম বিশ্বাস** (অংশীদার এবং বন্ধকদাতা) অ্যাকাউন্ট নং : ৩২৯৬৫৫১০০০০০০২৮	**ক. ০২.০৭.২০১৯** **খ. ৩০.০৫.২০২৬** **গ. ২,১০,০৫,৮০২.০৭ টাকা** (দুই কোটি দশ লাখ পাঁচ হাজার আটশ দুই টাকা এবং সাত পয়সা) ০২.০৫.২০১৯ অনুযায়ী **ঘ. স্বত্ব দখলীকৃত**	**১.** জমির পরিমাপ ৭৮ ডেসিমেল সমুদয় রাইস মিল সহ, দাগ নং ১১৪,১১৫, ১১৬, আরএস খতিয়ান নং ২২৯৮, এলআর খতিয়ান নং ২৬৩/১, ৬২৯/১ এবং ১০৬০/১, জেএল নং ২২, তৌজি নং ১৭, অবস্থিত মৌজা- জলেশ্বর, পো : এবং গ্রাম : জলেশ্বর, থানা : গাইঘাটা, জলেশ্বর -১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা রেজিস্ট্রি অফিস বারাসত, সাব রেজিস্ট্রি অফিস চাঁদপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উল্লিখিত জমি এবং চৌহদ্দি : পূর্বে :** বিজয় কুমার রায় এবং অন্যান্যর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** প্রয়াত পূর্ণিমা হালদারের সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** সংযোগ সড়ক এনএইচ ৩৪ এবং এনএইচ ৩৫ এর মধ্যে। **উত্তরে :** শিবু কুন্ডু এর জমি। **২.** জমির পরিমাপ কমবেশি ১২ ডেসিমেল সমুদয় গুদাম সংলগ্ন রাইস মিল সহ (এনএইচ৩৪ এবং এনএইচ ৩৫ এর মধ্যে সংযোগ সড়ক এর বিপরীতে)দাগ নং ৪৮১, আরএস খতিয়ান নং ১৯০, ২০৮, ২১৯ এবং ১০৪৯, এলআর খতিযান নং ২৬৩/১, ৬২৯/১, ১০৬০/১, জেএল নং ২২, তৌজি নং ১৭, অবস্থিত মৌজা- জলেশ্বর, পো এবং গ্রাম : জলেশ্বর, থানা : গাইঘাটা, জলেশ্বর -১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা জেলা রেজিস্ট্রি অফিস বারাসত, সাব রেজিস্ট্রি অফিস চাঁদপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উল্লিখিত জমি এবং চৌহদ্দি : পূর্বে :** স্বরজিৎ পালের সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** দীনেশ বিশ্বাসের সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** কালীপদ দাস এর সম্পত্তি। **উত্তরে :** সংযোগ সড়ক এন এইচ ৩৪ এবং এনএইচ ৩৫। তদস্থিত সমুদয় ভবন এবং নির্মাণ সমুদয় প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সংযুক্ত স্থায়ী ভাবে।	ক. ১,৮৯,০০,০০০.০০ টাকা খ. ১৮,৯০,০০০.০০ টাকা গ. ১০,০০০.০০ টাকা ঘ. ১১.০৮.২০২৬

টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত নিয়ম এবং শর্তাবলীর সারসংক্ষেপ :
১. এই বিক্রয়টি 'পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.' -এর মাধ্যমে https://baanknet.com/ ওয়েবসাইটে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার ঠিকানা ইউনিট ১, ৪র্থ তল, ভিআইওএস টাওয়ার, অনিক নগর, ওয়াডালা পূর্ব, মুম্বই - ৪০০ ০৩৭।
২. নিলাম সংক্রান্ত নথিপত্র ১০ আগস্ট ২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত স্থান ও মাধ্যমগুলি থেকে সংগ্রহ করা যাবে কলকাতা জোনাল অফিস, ৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা - ৭০০ ০১৭; কার্যদিবসে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত) এবং www.idbibank.in, https://baanknet.com/ ওয়েবসাইট।
৩. প্রাপ্ত তথ্য ও জ্ঞান অনুযায়ী, উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির ওপর কোনো আইনি দায়বদ্ধতা বা ভার নেই।
৪. সংশোধিত সারফেসি আইন ২০০২-এর ৯(১) বিধি অনুযায়ী, এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতার উদ্দেশ্যে বিক্রয় সংক্রান্ত একটি বিধিবদ্ধ নোটিশ হিসেবেও গণ্য হবে।
৫. বিস্তারিত তথ্য এবং সাধারণ শর্তাবলির জন্য ব্যাংকের ওয়েবসাইট [www.idbibank.in] দেখুন অথবা উপরে উল্লিখিত শাখার কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেখানে থাকা নিলাম সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করুন।
৬. কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করার অধিকার সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত কর্মকর্তার রয়েছে।
৭. পরিদর্শনের তারিখ ও সময় ০৫.০৮.২০২৬, সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
৮. ই-নিলামের তারিখ ও সময় ১১.০৮.২০২৬, সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত।

তারিখ : ০৩.০৭.২০২৬, স্থান : কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাংক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

সাগরদিঘি শাখা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
ইমেল : sagardighi @indianbank.bank.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ সালের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৮(৬) এবং ৯(১) অনুবিধির অধীনে স্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাগরদিঘি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৭.০৮.২০২৬ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সাগরদিঘি শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৫৩,২১,৩৩৯.০০ টাকা (তিপান্ন লাখ একুশ হাজার তিনশ উনচল্লিশ টাকা) ০২.০৭.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মহ. লোকমান হোসেন (ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী আবদুল করিম, গ্রাম - আশুরিয়া, পো - অমৃত কুন্ডু, থানা - নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৬ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি-এর পরিমাণ গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) প্রপার্টি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মহ লোকমান হোসেন (ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী আবদুল করিম গ্রাম-আশুরিয়া, পো অমৃত কুন্ডু থানা : নবগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৬। **২. শ্রী হাফিজুর রহমান (জামিনদাতা)** পিতা নূর মহম্মদ মিঞা, গ্রাম-সাহানাপাড়া, পো : পাঁচগ্রাম, থানা : নবগ্রাম, জেলা: মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৮৪। **খ) সাগরদিঘি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন, খতিয়ান নং এলআর ৪৫৬, দাগ নং এলআর ১০৭, লে আউট দাগ নং এন/এ, জেএল নং ৭৮, মৌজা : আশুরিয়া, সিভিক বডি- অমরকুন্ডু গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা : নবগ্রাম, জেলা : মুর্শিদাবাদ। জমির শ্রেণি- ভিটা, এডিএসআর -নবগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২৪৬ তারিখ ৩১.০৩.২০১১। মোট জমির এরিয়া ৩.৮৩ ডেসিমেল, **সম্পত্তি মহ লোকমান হোসেন এর নামে, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** সড়ক। দক্ষিণে : মহাদুর শেখ এর সম্পত্তি। পূর্বে : আবদুল সালাম এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : সড়ক।	**৫৩,২১,৩৩৯.০০ টাকা (তিপান্ন লাখ একুশ হাজার তিনশ উনচল্লিশ টাকা) ০২.০৭.২০২৬** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১০,২২,০০০.০০ টাকা (*)** (দশ লাখ বাইশ হাজার টাকা) **খ) ১,০২,২০০.০০ টাকা** (এক লাখ দুই হাজার দুশো টাকা) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB30106648278** **ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ ও সময়- তারিখ - ২৭.০৮.২০২৬, সময় - সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম- https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য বিডারদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর** ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এর** হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- **support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com**-এ ই-মেইল করুন।
সম্পত্তির বিবরণ, সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন- **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০-তে যোগাযোগ করুন।
https: //baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় বিডারদের উপরে উল্লিখিত প্রপার্টি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য- এটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর জন্যও একটি বিজ্ঞপ্তি

তারিখ- ০২.০৭.২০২৬
স্থান- সাগরদিঘি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

রাম মন্দিরের দান চুরির ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা সংঘের

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই: রাম জন্মভূমি মন্দিরে দান চুরির ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে বর্ণনা করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। সেইসঙ্গে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে সংঘ। মন্দিরের ব্যবস্থাপক শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টকে সংঘ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, হিন্দু সমাজ আশা করে, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার খামতিগুলো দূর করা হবে। সংঘ হিন্দু সম্প্রদায়কে ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হিন্দু ও রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার আহ্বানও জানিয়েছে।

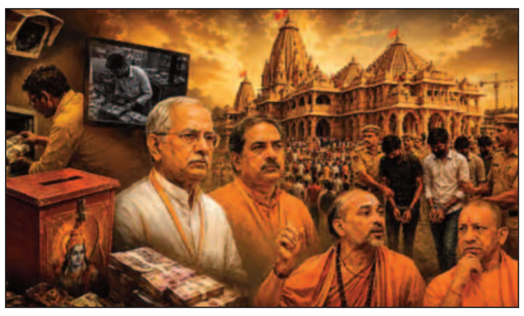

সংঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে শুক্রবার এক ভিডিও বার্তায় বলেন, অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি মন্দিরের দানবাক্স থেকে অর্থ চুরির ঘটনাটি দুর্ভাগ্যজনক। এতে সমগ্র সমাজ এবং রামভক্তদের আবেগ ও বিশ্বাসে আঘাত করেছে। তিনি বলেন, ট্রাস্টের কাছে সংঘ,সহ সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা হলো, এই নিন্দনীয় ঘটনাটিকে সাধারণ ঘটনা হিসেবে না দেখে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হোক। সেইসঙ্গে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সমস্ত খামতি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হোক। রাম মন্দিরের প্রতি কোটি কোটি রামভক্তের আস্থা ও বিশ্বাস অটুট এবং অবিচল থাকা উচিত। বর্তমানের বিভ্রান্তি ও সংশয়ের পরিবেশের অবসান হওয়া দরকার। তিনি বলেন, এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের প্রত্যাশা, মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসন কর্তৃক গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

তিনি আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং পবিত্র ও শুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি করে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট হিন্দু সমাজের আস্থা ও বিশ্বাসকে আরও সুদৃঢ় রাখবে। তিনি আরও বলেন, সংঘ সমগ্র হিন্দু সমাজের কাছেও আহ্বান জানাচ্ছে যেন এই কঠিন মুহূর্তে তারা ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দেয়। এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সুযোগ নিয়ে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে কলঙ্কিত করার জন্য হিন্দুবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলোর চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

হোসবালে বলেন, রাম জন্মভূমিতে নির্মিত এই বিশাল মন্দিরটি বহু প্রজন্মের সংগ্রাম এবং কোটি কোটি রামভক্তের সমর্পণ, আত্মত্যাগের কারণে সমগ্র হিন্দু সমাজের জন্য শ্রদ্ধা, আস্থা ও ভক্তির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ট্রাস্টের অনুরোধে উত্তর প্রদেশ সরকার একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে তার সুপারিশের ভিত্তিতে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তদন্তে যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদের যেন কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা অত্যন্ত আবশ্যক।

ধ্রুব রাঠি ভিডিও নিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্তের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই: ইউটিউবার ধ্রুব রাঠীর একটি ভিডিও অপসারণের দাবিতে দায়ের হওয়া মামলায় কেন্দ্র সরকারের অভিযোগ নিষ্পত্তি আপিল কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি স্বর্ণকান্তা শর্মার বেঞ্চ শুক্রবার এই নির্দেশ দেয়।

আইনজীবী অমিত সচদেবা আদালতে আবেদন করে ২১ মার্চ প্রকাশিত ধ্রুব রাঠীর 'ক্যান হিন্দুস ইট বিফ? কেরল স্টোরি ২ এক্সপোসড' শিরোনামের ইউটিউব ভিডিওটি সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ, ওই ভিডিওতে ভগবান রাম ও সীতাকে অবমাননা করা হয়েছে এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে।

শুনানিতে কেন্দ্রের পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল চেতন শর্মা আদালতে বলেন, ভিডিওটি হিন্দু দেবদেবীদের অবমাননা করেছে এবং এ ধরনের বিষয় গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি দাবি করেন, হয় গুগল ভিডিওটি সরিয়ে দিক, না হলে আদালত প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিক, যাতে তা কার্যকর করা যায়।

এরপর আদালত কেন্দ্র সরকারের অভিযোগ নিষ্পত্তি আপিল কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ দেয়। আদালত জানিয়েছে, নির্দেশ অমান্য করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আবেদনকারীর অভিযোগ, ধ্রুব রাঠীর ওই ভিডিওতে ভগবান রাম ও সীতার অবমাননার পাশাপাশি সনাতন ধর্মের অনুভূতিতে আঘাত করা হয়েছে এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই মামলায় গত ১১ জুন সাকেত আদালত দিল্লি পুলিশকে অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট (এটিআর) জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।

একাধিক পানীয় সংস্থাকে নোটিস

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই: নিজেদের পণ্যকে 'এনার্জি ড্রিঙ্ক' হিসেবে প্রচার করা একাধিক পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থাকে বিভ্রান্তিকর ব্র্যান্ডিং ও ভ্রান্ত দাবি করার অভিযোগে নোটিস পাঠিয়েছে ভারতের খাদ্য সুরক্ষা ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই)। সংস্থার দাবি, এই পণ্যগুলির প্রচার ও লেবেলিং খাদ্য সুরক্ষা এবং লেবেলিং সংক্রান্ত বিধি লঙ্ঘন করেছে। যেসব ব্র্যান্ডকে নোটিস পাঠানো হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে রেড বুল এনার্জি ড্রিঙ্ক, স্টিং এনার্জি ড্রিঙ্ক, মনস্টার এনার্জি, ক্যাম্পা গোল্ড বুস্ট, অ্যাড্রেনালিন রাশ এবং হেল এনার্জি। এফএসএসএআই সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে অবিলম্বে বিভ্রান্তিকর দাবি ও ভুল ব্র্যান্ডিং সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি পণ্যগুলির বিপণন, লেবেলিং এবং প্রচার পদ্ধতি নিয়েও কড়া আপত্তি জানানো হয়েছে। নোটিসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ভারতে 'এনার্জি ড্রিঙ্ক' নামে কোনও স্বীকৃত খাদ্য শ্রেণি নেই।

মুষলধারে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্র-পুণে-রায়গড়ে লাল সতর্কতা

মুম্বই, ৩ জুলাই: টানা তিন দিনের মুষলধারে বৃষ্টিতে কার্যত বিপর্যস্ত বাণিজ্যনগরী মুম্বই ও সংলগ্ন এলাকার জনজীবন। শুক্রবারও প্রবল বর্ষণে শহরের একাধিক নিম্নাঞ্চলে জল জমেছে। পরিস্থিতির জেরে পুণে ও রায়গড় জেলায় লাল সতর্কতা এবং মুম্বই, থানে, পালঘর-সহ কোঙ্কণ, বিদর্ভ ও মধ্য মহারাষ্ট্রের একাধিক জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিন রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে মুম্বই, কোঙ্কণ, বিদর্ভ এবং মধ্য মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়তে পারে। কোথাও কোথাও অতি ভারী বর্ষণেরও আশঙ্কা রয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ৭২ ঘণ্টা মুম্বইয়ে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শহরের কয়েকটি এলাকায় ২৪ ঘণ্টায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। তাই অপ্রয়োজনীয় বাইরে বের না হওয়ার জন্য নাগরিকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিদর্ভের বুলঢানা, আকোলা ও অমরাবতী জেলায় ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি বজ্রপাতের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে সিন্ধুদুর্গ, নন্দুরবার, ধুলে, জলগাঁও, নাসিক ও ছত্রপতি সম্ভাজীনগরে হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। এছাড়া আহিল্যানগর, জালনা, বিড, পরভানি, ওয়াশিম, ওয়ার্ধা, নাগপুর, ভান্ডারা, গন্ডিয়া, চন্দ্রপুর ও গড়চিরোলি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

মুম্বইয়ে শুক্রবার সকাল থেকেই টানা ভারী বৃষ্টি চলছে। অন্ধেরি, জোগেশ্বরী, গোরেগাঁও, মালাড, কান্দিভলি, বোরিভলি, দহিসর, ভিলে পার্লে, সান্তাক্রুজ ও বান্দ্রা-সহ একাধিক এলাকায় প্রবল বর্ষণ হয়েছে। বিভিন্ন নিম্নাঞ্চলে জল জমতে শুরু করায় পরিবহণ ব্যবস্থাও ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরোনোর আবেদন জানানো হয়েছে। মুম্বইয়ে কমলা সতর্কতা এবং থানে, পালঘর ও রায়গড়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ৭ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টির প্রবণতা বজায় থাকবে। গত ২৪ ঘণ্টায় মুম্বইয়ে মোট ২০৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এর মধ্যে মালাবার হিলে ১৪৬ মিমি, ফোর্টে ১৩৯ মিমি, অন্ধেরিতে ১৩৬ মিমি, ভারসোভায় ১২৯ মিমি, পাওয়াইয়ে ১২৪ মিমি, মানখুর্দে ১১৮ মিমি, ভান্ডুপে ১১৬ মিমি এবং মুলুন্ডে ১১৫ মিমি বৃষ্টি হয়েছে।

ভেনেজুয়েলায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২,৫৯৫, আহত ১২ হাজারের বেশি

কারাকাস, ৩ জুলাই: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় গত ২৪ জুনের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২,৫৯৫-এ পৌঁছেছে। আহত হয়েছেন ১২,৪০০-রও বেশি মানুষ। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ডেলসি রদ্রিগেজ জানিয়েছেন, মৃত ও আহতদের সমস্ত তথ্য বিস্তারিত যাচাই-বাছাইয়ের পরই সংশোধিত পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে।

জানা গেছে , প্রাথমিক তালিকায় মৃত বলে উল্লেখ থাকা পাঁচজনকে পরে জীবিত অবস্থায় শনাক্ত করা হয়। ভেনেজুয়েলার ফিঙ্গারপ্রিন্ট-ভিত্তিক ভর্তুকিযুক্ত জ্বালানি ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে। রদ্রিগেজ বলেন, যথাযথ যাচাই ছাড়া কোনও পরিসংখ্যান সরকার প্রকাশ করতে চায় না। গত ২৪ জুন ৭.২ ও ৭.৫ মাত্রার পরপর দুটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে রাজধানী কারাকাস এবং উপকূলবর্তী লা গুয়েরা প্রদেশে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি হয়। বহু বহুতল ভবন ভেঙে পড়ে এবং সিমন বলিভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, অন্তত ৮৫৫টি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং প্রায় ১২,৮০০ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (ইউএনএইচসিআর) জানিয়েছে, প্রায় ১৬ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। অনানুষ্ঠানিক সূত্রে এখনও কয়েক হাজার মানুষের নিখোঁজ থাকার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। পুনর্গঠন কাজে প্রাথমিক ভাবে ২০ কোটি মার্কিন ডলার বরাদ্দ করেছে ভেনেজুয়েলা সরকার। আন্তর্জাতিক সহায়তা সংগ্রহের জন্য সিএএফ-লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্কে একটি বিশেষ তহবিলও খোলা হয়েছে। পাশাপাশি মার্কিন বিদেশ দফতর, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাঙ্ক এবং ইন্টার-আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সঙ্গেও পুনর্গঠন নিয়ে আলোচনা চলছে।

রদ্রিগেজ জানান, ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের কাঠামোগত মূল্যায়ন এবং পুনর্গঠন পরিকল্পনায় সহায়তার জন্য ইজরায়েলের বিশেষজ্ঞদের একটি দল শীঘ্রই ভেনেজুয়েলায় পৌঁছবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)-র প্রাথমিক মূল্যায়ন অনুযায়ী, বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সম্পত্তি মিলিয়ে প্রায় ৬৭০ কোটি মার্কিন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে, ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানে সহায়তার জন্য চারটি অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দল এবং শতাধিক কর্মী মোতায়েন করেছে যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি ১৫ কোটি মার্কিন ডলারের মানবিক সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে ওয়াশিংটন। ব্রাজিল, মেক্সিকো, কানাডা, কিউবা এবং সুইৎজারল্যান্ড-সহ একাধিক দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জের সমন্বয়ে ভেনেজুয়েলাকে সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে।

ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে বিলম্বের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বলেন, ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জাতীয় জরুরি ও নাগরিক সুরক্ষা প্রোটোকল কার্যকর করা হয়েছিল। এখনও উদ্ধার ও পুনর্বাসনের কাজ অব্যাহত রয়েছে।

ময়দান

আনোয়ার আলি মামলায় চূড়ান্ত শুনানির দিন ঘোষণা!

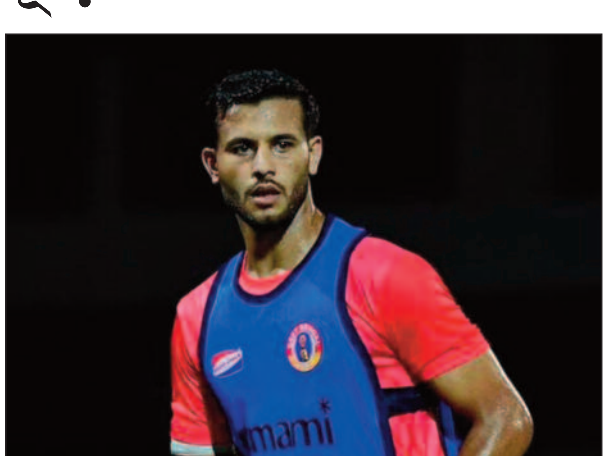

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম আলোচিত বিতর্ক এখন আনোয়ার আলিকে ঘিরে। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা এই মামলার নিষ্পত্তির আশায় এবার আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত ১৮ সেপ্টেম্বরকে চূড়ান্ত শুনানির দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছে। ফলে ওই দিনই এই বহুলচর্চিত মামলার ভবিষ্যৎ কোন দিকে এগোবে, তা স্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিতর্কের সূত্রপাত দু'মরশুম আগে। ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে মোহনবাগানে যোগ দেন ভারতীয় ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি। এই দলবদলকে কেন্দ্র করে চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ তোলে মোহনবাগান। এরপর বিষয়টি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি ও পরে আপিল কমিটির সামনে ওঠে। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেলেও মামলার কোনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি। বারবার শুনানি পিছিয়েছে, অথচ কোনও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সামনে আসেনি।

ফেডারেশনের এই দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে মোহনবাগান। গত বছরের নভেম্বরে ক্লাবটি বিষয়টি নিয়ে ফিফা এবং এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের কাছেও অভিযোগ জানায়। ফিফার তরফে দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে তেমন কোনও অগ্রগতি দেখা যায়নি। ফেডারেশনের আপিল কমিটি দীর্ঘ সময় ধরে মামলার শুনানিই করেনি।

শুধু মোহনবাগান নয়, এই পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ ছিলেন আনোয়ার আলিও। তিনি নিজেও এআইএফএফ-কে চিঠি লিখে জানান, মামলার অযথা বিলম্ব তাঁর ব্যক্তিগত ও পেশাদার ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তবুও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। শেষ পর্যন্ত ফেডারেশনের ভূমিকা নিয়ে হতাশ হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের দ্বারস্থ হয় মোহনবাগান।

এর আগে প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটি আনোয়ার আলির বিরুদ্ধে চার মাসের নির্বাসনের নির্দেশ দিয়েছিল। পাশাপাশি দিল্লি এফসি এবং ইস্টবেঙ্গলকে দুইটি ট্রান্সফার উইন্ডোর জন্য নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল। তবে সেই রায়ের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হন আনোয়ার, দিল্লি এফসি এবং ইস্টবেঙ্গল। আদালতের নির্দেশে মামলার পুনর্বিবেচনা শুরু হলেও তারপরও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি ফেডারেশন।

বর্তমানে আনোয়ার আলি ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতেই খেলছেন। তবে তাঁর ভবিষ্যৎ এবং এই মামলার প্রভাব শুধু একজন ফুটবলারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই রায়ের উপর নির্ভর করছে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং ভারতীয় ফুটবলের প্রশাসনিক বিশ্বাসযোগ্যতারও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখন সব নজর ১৮ সেপ্টেম্বরের দিকে। সেদিন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতের শুনানির পর আনোয়ার আলির চুক্তি-বিতর্কে কোন সিদ্ধান্ত আসে, সেটাই দেখার অপেক্ষা। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা এই মামলার অবসান ঘটবে কি না, সেই উত্তর মিলতে পারে ওই দিনই। ভারতীয় ফুটবল মহলও তাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এই বহুল আলোচিত মামলার চূড়ান্ত পরিণতির জন্য।

খান স্যারের আগাম জামিনের শুনানি পিছিয়ে ৭ জুলাই

পাটনা, ৩ জুলাই: পাটনার খান গ্লোবাল স্টাডিজের কর্ণধার ফয়জল খান ওরফে খান স্যারের আগাম জামিনের আবেদনের শুনানি শুক্রবার পিছিয়ে গেল। জেলা ও দায়রা বিচারক ছুটিতে থাকায় পাটনা সিভিল কোর্টে মামলার শুনানি হয়নি। আগামী ৭ জুলাই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

শুক্রবার ফয়জল খানের পাশাপাশি এই মামলার অন্য অভিযুক্তদের আগাম জামিনের আবেদনও শুনানির তালিকায় ছিল। তবে বিচারকের অনুপস্থিতির কারণে কোনও আবেদনেরই শুনানি সম্ভব হয়নি। আদালত সবকটি আবেদনের শুনানির জন্য ৭ জুলাই নতুন দিন ধার্য করেছে। এর আগে ৩০ জুনের শুনানিতে আদালত ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্রের নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেদিন সরকারি আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, ঘটনার সময় ফয়জল খানের নিরাপত্তায় থাকা দুই নিরাপত্তারক্ষীর কাছে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। সেই দাবির ভিত্তিতে আদালত পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অস্ত্র সংক্রান্ত সমস্ত নথি জমা দিতে নির্দেশ দেয়।

ওড়িশায় ৬৭ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে জাপানি সংস্থাগুলি

ভুবনেশ্বর, ৩ জুলাই: ওড়িশা সরকার জাপানের সঙ্গে তাদের কৌশলগত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। জাপানের আইএইচআই কর্পোরেশন এবং এসিএমই গ্রুপ-এর সঙ্গে ৬৭ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ মেমোরেন্ডাম অফ কোঅপারেশন (এমওসি) স্বাক্ষর করেছে ওড়িশা সরকার। এই বিনিয়োগের ফলে রাজ্যে গ্রিন এনার্জি, উৎপাদন এবং শিল্প উন্নয়নে নতুন গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। ওড়িশা সরকারের আয়োজিত 'ইন্টারঅ্যাকশন উইথ জাপানিজ বিজনেস ডেলিগেটস' অনুষ্ঠানে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রস্তাবিত এই বিনিয়োগের ফলে প্রায় ৭ হাজার প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, শিল্প ও দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রী সম্পদ চন্দ্র সোয়াইন-সহ রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা, জাপানি দূতাবাস এবং বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় জাপানি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাপান ভারতের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উন্নয়ন ও বিনিয়োগ অংশীদার। এই চুক্তি ওড়িশার শিল্প উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হবে। সেইসঙ্গে 'সমৃদ্ধ ওড়িশা-২০৩৬' ও 'বিকশিত ভারত-২০৪৭'-এর লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালি এক্সপ্রেস ফের চালুর সম্ভাবনা

শিলিগুড়ি, ৩ জুলাই: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আরও একবার রেল পরিষেবা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। 'মিতালী এক্সপ্রেস' ফের ট্র্যাকে ফেরার পাশাপাশি 'বন্ধন' ও 'মৈত্রী এক্সপ্রেস' ট্রেন দুটিও পুনরায় চলাচল শুরু হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা এবং বাংলাদেশে ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রগুলি পুরোদমে চালু হওয়ার পর এই আশা আরও জোরদার হয়েছে।

সূত্রের খবর, দু' দেশের রেল আধিকারিকদের মধ্যে লাগাতার বৈঠক চলছে। ট্রেনের রুট, ট্র্যাকের পরিস্থিতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সমস্ত প্রস্তুতি সময়মতো সম্পন্ন হলে চলতি মাসের মধ্যেই এই ট্রেন পরিষেবা ফের চালু হতে পারে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মিতালী এক্সপ্রেস চালুর বিষয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট তারিখ চূড়ান্ত হয়নি। উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে ট্র্যাক ও অন্যান্য পরিকাঠামোর পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট দফতরে রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে।

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work: Construction of Public Toilet at Major Park, Ward- 07, under DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-033/26-27
Tender ID : 2026_MAD_5016308_1 • Estimated Amount : 6,90,735/-
Last Date : 11th July 2026, up to 05:00 pm
2) Name of the Work: Construction of Boundary Wall for Proposed OHR at Gopalmath (Gamon Colony), Ward No.- 34, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-211/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5016355_1 • Estimated Amount : 19,20,843/-
Last Date : 18th July 2026, up to 05:00 pm
For details : tenders.wb.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE
Notice Inviting Quotation No. 01 of 2026-2027 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte. (Abridged)
Sealed Quotation is hereby invited from the eligible Contractors/ Agency in connection with the Supply of Computer operator (Contractual Basis). The details are available on the Notice Board of office of the undersigned. Last date & Time limit of submission of application is **13.07.2026 upto 12:00 A.M.**
Memo No. 511, Dated: 03.07.2026 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.
Sd/- Assistant Engineer
Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.

ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"কর্ণাটক রাজ্যে"** স্থানান্তরের বিজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার/
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব রুল ৫ এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
রক্ষা পাইপস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U51909WB2004PTC098860) রেজিস্টার্ড অফিস চাকুন্ডি, ডানকুনি, এনএইচ - ২, থানা - ডানকুনি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৩১০ ভারত সম্পর্কিত।
... আবেদনকারী/দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস "পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে "কর্ণাটক রাজ্যে" স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার/রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত স্থানান্তরের ফলে স্বার্থ ক্ষু ন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ** সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫,** পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি কোম্পানির উপরে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে : চাকুন্ডি, ডানকুনি, এনএইচ - ২, থানা - ডানকুনি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২৩১০ ভারত এবং ইমেল : finance@shandgroup.com পাঠাতে পারেন।
রক্ষা পাইপস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
তুষার শ্যান্ড
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০৭.২০২৬
ডিন : ০৭৬১৫৪০০

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

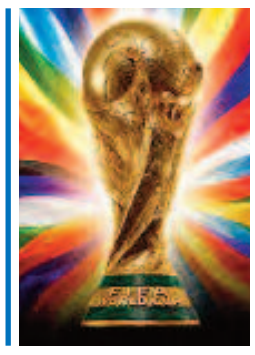

পৃথিবীর অমোঘ সত্যির প্রদর্শক অলক্ষ্মী ধূমাবতী

শুভজিৎ বসাক

প্রেমের চেয়ে তীব্র এবং রহস্যময় অনুভূতি এই পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। আমরা যাকে গভীর ভালোবাসা বা কাছে আসার ব্যাকুলতা বলি, তার ঠিক অন্য পিঠেই লুকিয়ে থাকে এক চরম অধিকারবোধ। এক অদ্ভুত নিয়মে ভালোবাসার গভীরতা যত বাড়ে, প্রিয়জনকে সম্পূর্ণ নিজের করে পাওয়ার জেদও মাঝে মাঝে ততটাই অন্ধ হয়ে ওঠে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদিম শক্তিরূপিণী মহামায়ার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দেবী ধূমাবতীর উৎপত্তির সেই আদিম পৌরাণিক গল্পকেই এক্ষেত্রে অকাট্য ভাবে মনে করিয়ে দেয়; যেখানে তীব্র ক্ষুধা, অনন্ত প্রেম এবং ভয়ঙ্কর অধিকারবোধ এক বিন্দুতে এসে মিলে গেছে। আমরা দেবীকে ভয় পাই, বৈধব্যের দেবী বলি, অলক্ষ্মী বলি কিন্তু তিনি পরম সত্যির প্রদর্শক যা মহাশক্তির দশাবতারের আর কেউ দেখান না।

পৌরাণিক সেই কাহিনী কেবল অন্ন বা খাবারের ক্ষুধার নয়, বরং প্রিয়জনকে পুরোপুরি নিজের করে নেওয়ার এক চরম রূপক। কৈলাস পর্বত শিখরে পরমেশ্বর শিব এবং দেবী পার্বতী সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ করেই দেবীর মনে এক তীব্র, অতৃপ্ত ক্ষুধার উদ্রেক হলো। সেই ক্ষুধা সাধারণ কোনো ক্ষুধা ছিল না, তা ছিল এক মহাজাগতিক গ্রাসের আকাঙ্ক্ষা। তিনি মহাদেবের কাছে বারবার খাবার চাইলেন। কিন্তু পরমেশ্বর যখন সেই আদিম ক্ষুধার তীব্রতা শান্ত করতে পারলেন না, তখন চরম মায়ায় ও ব্যাকুলতায় এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন মহামায়া। সমস্ত দূরত্বকে চিরতরে মুছে দিয়ে প্রিয়জনকে নিজের ভেতরে বিলীন করে নেওয়ার এক তীব্র ইচ্ছায় তিনি স্বয়ং নিজের স্বামী মহাদেবকে গ্রাস করে ফেললেন। তাঁর হাঁ করা মুখের সেই অতল গহ্বর আসলে সমস্ত সৃষ্টিকে নিজের করে পাওয়ার এক পরম আকুতি।

শিবকে নিজের উদরে বন্দি করে তিনি এক অদ্ভুত রূপ নিলেন; যেখানে পুরুষ প্রকৃতিতে লীন হয়ে যায়, স্বামী আর স্ত্রীর মাঝে কোনো দূরত্ব থাকে না, কেবল থেকে যায় এক পরম শূন্যতা।

কিন্তু এই চরম মিলনের পরেই জেগে ওঠে এক নির্মম সত্য। মহাদেবকে গ্রাস করার সাথে সাথেই দেবীর কপাল থেকে সিঁদুর মুছে গেল, তাঁর অলঙ্কার হয়ে উঠল ছাইভস্ম, আর হাতের বরণডালা পরিণত হলো এক জীর্ণ কুলোয়। শিব তাঁর উদরের ভেতর থেকেই দেবীকে তাঁর এই পরম ভুলের কথা উপলব্ধি করালেন। মহামায়া বুঝতে পারলেন, প্রিয়জনকে জোর করে বন্দি বা গ্রাস করার নাম প্রেম নয়, তা হলো বৈধব্যের এক নিঃসঙ্গ মরুভূমি।

স্বামীকে সম্পূর্ণ নিজের করে পাওয়ার সেই অন্ধ জেদ আসলে তাঁকে এক চরম একাকীত্বে এনে দাঁড় করিয়েছে। তিনি তখন দেবী 'ধূমাবতী'; বিধবা, ক্ষুধার্ত, কাক-বাহনা এক রূপ, যিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে গভীর অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন। কাছে আসার তীব্র জেদ যে কত বড় দূরত্ব তৈরি করতে পারে, মহামায়া সেদিন তা নিজের অন্তরে অনুভব করেছিলেন।

আমাদের মানবজীবনেও এই দূরত্ব আর কাছে আসার খেলাটা ঠিক এইভাবেই চলতে থাকে। আমরা অনেক সময় ভালোবাসার মানুষকে এতটাই আঁকড়ে ধরতে চাই যে, আমাদের অজান্তেই সেই প্রেমের ভেতর এক ধরণের জোর খাটানোর প্রবণতা জন্ম নেয়। আমরা ভাবি, যত বেশি নিয়ন্ত্রণ করব, সম্পর্ক হয়তো তত বেশি পূর্ণ হবে। কিন্তু অতি মাত্রায় কাছে আসার বা বেঁধে রাখার সেই জেদ অনেক সময় সম্পর্কের এমন পরিবেশ তৈরি করে, ঠিক যেমন মহামায়া শিবকে গ্রাস করে ফেলেছিলেন।

তবে এই দূরত্বের মাঝেও এক অদৃশ্য সুতো থাকে, যা জীবনের প্রতি আমাদের আকর্ষণকে টিকিয়ে রাখে, যা প্রতিটি জীবনে আসা প্রয়োজন। তাতে দূরত্ব যত বাড়ে, মানুষ তত বেশি করে বোঝে যে প্রেমের আসল সার্থকতা গ্রাস বা বন্দি করার মধ্যে নয়, বরং একে অপরকে মুক্ত রেখেও একসাথে পথ চলার মধ্যে।

দিনের শেষে সমস্ত ভুল, সমস্ত অভিমান আর অধিকারবোধের লড়াইকে সরিয়ে রেখে ভালোবাসার চেনা আঙিনায় ফিরে আসাই জীবনের একমাত্র ধ্রুব সত্য। মহামায়া যেমন তাঁর ভুল বুঝতে পেরে মহাদেবকে আবার নিজের উদর থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই মানুষও তার জীবনের সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি আর জেদকে ভুলে আবার ভালোবাসার মানুষের কাছেই ফিরে আসে। সব কলহ, বিবাদের অবসানে সেই রুদ্র মূর্তির মহামায়ার কোলের দিকে তাকালে দেখা যায়, সমস্ত প্রলয় আর আতঙ্কের মাঝেও নীলকণ্ঠ শিব কিন্তু দেবীর বুকেই পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন- ভালোবাসা এমনই ধুরন্ধর মায়া।

ধূমাবতী আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা, রাগ আর ভুল যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন, দিনশেষে সেই ভালোবাসার আশ্রয়েই আবার ফিরে আসতে হয়। সব অহঙ্কার ভেঙে ফেলে এই ফিরে আসাই জগতের সুন্দরতম সত্য। মহামায়াও পারেননি, শিবও দূরে যাননি- আর আমরা তো তাঁর কাছে জীবাণু অংশরূপ মাত্র!

রোনাল্ডোর প্রথম বিশ্বকাপ নকআউট গোল

সুপার-সাব গনসালো রামোস ম্যাজিকে শেষ ষোলোয় পর্তুগাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপ নকআউট ম্যাচে পর্তুগাল ও ক্রোয়েশিয়ার দুর্দান্ত লড়াইয়ের পর শেষ হাসি হাসেন রোনাল্ডোরাই। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে জয়সূচক গোলটি করেন গনসালো রামোস। রবার্তো মার্তিনেসের দল ২-১ ব্যবধানে কষ্টার্জিত জয় অর্জন করে বিশ্বকাপের শেষ ১৬-তে জায়গা করে নিয়েছে। ম্যাচে ক্রোয়েশিয়াই প্রথম গোল করে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পর্তুগাল দুর্দান্ত কামব্যাক করে। পেনাল্টি থেকে একটি গোল করেন রোনাল্ডো এবং পরবর্তীতে তার বদলি হিসেবে নামেন রামোস, যিনি ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

ম্যাচের প্রথমার্ধ দুর্দান্ত সভ পরিকল্পনায় দেখা যায় দুই দলের তরফেই, তবে খেলায় সেই মানের অভাব ছিল। রোনাল্ডো দুটি সুযোগ পেয়েছিলেন। জোয়াও কানসেলো বাম দিক থেকে কিছু বিপজ্জনক ক্রস বাড়ান। কিন্তু কোনও দলই গোল করার খুব একটা কাছাকাছি পৌঁছাতে পারছিল না।এরপরই ম্যাচে জেগে ওঠে লুকা মদ্রিচের দল। ক্রোয়েশিয়া হয়তো বুঝতে পেরেছিল যে ম্যাচটি জেতার সুযোগ তাদের সামনে আছে, তাই তারা পাল্টা আক্রমণে আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। সুযোগগুলো একের পর এক আসছিল। মাতেও কোভাচিচের প্রথম শট দিওগো কস্তা চমৎকারভাবে রুখে দেন। কিন্তু এর ঠিক দুই মিনিট পর ইভান পেরিসিচের শটটি ঠেকানোর কোনও উপায় ছিল না পর্তুগিজ গোলকিপারের কাছে। এই অভিজ্ঞ উইং-ব্যাক জোরালো শটে গোল করে ক্রোয়েশিয়াকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে নেন।স্কোরলাইন ২-০ হতেও পারত। কোভাচিচের আরও দুটি প্রচেষ্টা কস্তা অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে আটকে দেন। এরপরই পর্তুগাল খেলায় ফিরে আস্ব। বক্সের ভেতর রেনাতো ভেইগাকে ফাউল করায় রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজান এবং সেখান থেকে রোনাল্ডো গোল করে দলকে সমতায় ফেরান। ম্যাচ যত গড়াতে থাকে, তারা আক্রমণ অব্যাহত রাখে। অবশেষে সিআরসেভেনের পরিবর্ত হিসেবে নামা রামোস দলকে জয় এনে দেন। লেয়াও একের পর এক উঁচু ক্রস দিচ্ছিলেন, শেষ পর্যন্ত একটি নিখুঁত ক্রস বাড়ান পোস্টে। আর রামোস দুই ডিফেন্ডারের মাঝখান থেকে লাফিয়ে উঠে গোলরক্ষককে পরাস্ত করে বল জালে জড়িয়ে দেন। এরপরই শুরু হয় আসল নাটক। দ্বিতীয়ার্ধের স্টপেজ-টাইমের একেবারে শেষ মুহূর্তে ক্রোয়েশিয়া ভেবেছিল তারা সমতা ফিরিয়ে এসেছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে ভিএআর পরীক্ষার পর দেখা যায়, মারিও পাসালিচ যখন জোসকো গভার্দিওলের উদ্দেশ্যে বলটি বাড়িয়েছিলেন, তখন তিনি অফসাইডে ছিলেন। অত্যন্ত আবেগঘন ও কিছুটা তিক্ত এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ম্যাচের সমাপ্তি ঘটে। ৪০ বছর বয়সী লুকা মদ্রিচ মাঠের পারফরম্যান্সে এখনও চিরসবুজ, সম্ভবত তার শেষ বিশ্বকাপ ম্যাচটি খেলে ফেললেন। বিদায়টা তার জন্য মোটেও সুখকর হল না। শেষ পর্যন্ত যোগ্য দল হিসেবেই পর্তুগাল জয়ী হল এবং তাদের প্রয়াত সতীর্থ দিয়াগো জোটাকে উৎসর্গ করল এই জয়।

প্রি-কোয়ার্টারে সুইৎজারল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে। রাউন্ড অফ ৩২-এর শেষ দিকের ম্যাচগুলিতে একের পর এক শক্তিশালী দল নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে যাচ্ছে। সেই তালিকায় এবার যোগ হল সুইজারল্যান্ডের নাম। শুক্রবার ভ্যাঙ্কুভারে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ২-০ গোলে হারিয়ে দিল আলজেরিয়াকে। ফলে আফ্রিকার প্রতিনিধিদের আরও একটি দলের বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়ে গেল। চলতি বিশ্বকাপে আফ্রিকার দেশগুলি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে নজর কেড়েছে। গ্রুপ পর্বে একাধিক দল চমক দেখিয়ে নকআউটে জায়গা করে নিয়েছিল। তবে শেষ ষোলোয় ওঠার লড়াইয়ে এসে একে একে বিদায় নিতে হয়েছে আইভরি কোস্ট, কঙ্গো, সেনেগালের মতো দলকে। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হল আলজেরিয়াও। যদিও শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়েছে, তবুও গোটা ম্যাচ জুড়ে তারা লড়াইয়ের কোনও খামতি রাখেনি। ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। তবে প্রথম বড় সুযোগ থেকেই গোল তুলে নেয় সুইজারল্যান্ড। ম্যাচের মাত্র ১০ মিনিটে দলের তারকা ফরোয়ার্ড ব্রিল এমবোলো প্রতিপক্ষের রক্ষণ ভেঙে বল জালে জড়িয়ে সুইসদের এগিয়ে দেন। শুরুতেই গোল হজম করলেও ভেঙে পড়েনি আলজেরিয়া। তারা ধীরে ধীরে বলের দখল বাড়িয়ে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে এবং মাঝমাঠে নিজেদের নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু একের পর এক আক্রমণ গড়লেও শেষ মুহূর্তে গোলের দেখা পায়নি আফ্রিকার দলটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয় সুইজারল্যান্ড। বিরতির পর ৪৬ মিনিটে ড্যান এনদোয়ে দুর্দান্ত ফিনিশে ব্যবধান দ্বিগুণ করে দেন। ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর সুইসরা কিছুটা রক্ষণাত্মক কৌশল গ্রহণ করে। নিজেদের ডিফেন্সকে আরও শক্তিশালী করে তারা আলজেরিয়ার আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে।

অন্যদিকে আলজেরিয়া শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়েনি। বলের দখল, ছোট ছোট পাস এবং আক্রমণ তৈরির ক্ষেত্রে তারা বেশ কিছু সময় সুইজারল্যান্ডের থেকেও এগিয়ে ছিল। কিন্তু ফুটবলে শুধু বলের দখল থাকলেই জয় আসে না, দরকার সুযোগকে গোলে পরিণত করার দক্ষতা। সেই জায়গাতেই পিছিয়ে পড়ে আলজেরিয়া। সুইজারল্যান্ডের রক্ষণভাগ এবং গোলরক্ষক এদিন দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন। ফলে একাধিক সুযোগ তৈরি করেও গোলের খাতা খুলতে ব্যর্থ হয় আফ্রিকার প্রতিনিধিরা। এই জয়ের ফলে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে নিশ্চিত করল সুইজারল্যান্ড। শেষ ষোলোয় তাদের প্রতিপক্ষ হবে কলম্বিয়া ও ঘানার মধ্যকার ম্যাচের বিজয়ী। সেই ম্যাচও যে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে চলেছে, তা বলাই যায়। এদিকে বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের সূচিও ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। সুইজারল্যান্ডের আগে স্পেন ও পর্তুগালও শেষ ষোলোয় নিজেদের জায়গা নিশ্চিত করেছে। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে স্পেন বনাম পর্তুগালের মহারণ। একদিকে অভিজ্ঞ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, অন্যদিকে তরুণ প্রতিভা লামিন ইয়ামাল;দুই প্রজন্মের দুই তারকার মুখোমুখি লড়াই দেখার অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা। সেই ম্যাচে যে দল হারবে, তাদের বিশ্বকাপ স্বপ্নও সেখানেই শেষ হয়ে যাবে। ফলে নকআউট পর্বে প্রতিটি ম্যাচই এখন কার্যত ফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তিকিতাকা ঝড়ে উড়ল অস্ট্রিয়া

শেষ ষোলোয় দাপুটে স্পেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে নিজেদের শক্তির আরও একবার প্রমাণ দিল স্পেন। দীর্ঘ ৪৪ বছর পর শেষ ষোলোয় ওঠার স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নেমেছিল অস্ট্রিয়া। ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপে স্পেনকে হারানোর স্মৃতি হয়তো তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আর হল না। লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাপট দেখিয়ে ৩-০ ব্যবধানে জয় তুলে নিল লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল। বলের দখল, নিখুঁত পাসিং, দ্রুত আক্রমণ এবং টিকিটাকার অনবদ্য প্রদর্শনীতে প্রতিপক্ষকে কার্যত কোনও সুযোগই দেয়নি 'লা রোহা'।

গ্রুপ পর্বে প্রথম ম্যাচে কেপ ভার্দের বিরুদ্ধে প্রত্যাশিত ফল না পেলেও এরপর থেকে স্পেন ক্রমশ ছন্দে ফিরেছে। সৌদি আরবের বিরুদ্ধে বড় জয় এবং উরুগুয়ের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ তিন পয়েন্ট পাওয়ার পর নকআউটেও সেই আত্মবিশ্বাস বজায় রাখল তারা। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে প্রথম মিনিট থেকেই বোঝা যাচ্ছিল কোন দল খেলার নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চাইছে। খেলা শুরুর মাত্র দুই মিনিটের মধ্যেই স্পেন পালটা আক্রমণে প্রতিপক্ষের রক্ষণে চাপ সৃষ্টি করে। তরুণ তারকা লামিন ইয়ামাল ডান দিক দিয়ে দৌড়ে এসে শট নিলেও অস্ট্রিয়ার গোলরক্ষক তা আটকে দেন। শুরুতেই গোল না এলেও স্পেনের আক্রমণের ধার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে অস্ট্রিয়াও প্রথম দিকে অতিরিক্ত ঝুঁকি না নিয়ে সংগঠিত রক্ষণ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ইয়ামালের গতিকে আটকাতে কনরাড লাইমারকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাতেও স্পেনের আক্রমণ থামানো যায়নি। প্রথমার্ধে অস্ট্রিয়ার সবচেয়ে বড় সুযোগ আসে ১৮ মিনিটে। মার্সেল সাবিৎসারের দারুণ একটি ক্রস থেকে সঠিকভাবে হেড করতে পারলে হয়তো ম্যাচের চিত্র অন্যরকম হতে পারত। তবে সেই সুযোগ নষ্ট হওয়ার পর ধীরে ধীরে ম্যাচের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয় স্পেন।

দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে ইউরোপের এই শক্তিশালী দল। ৪৯ মিনিটে মিকেল ওয়ারসাবালের জোরালো শট অস্ট্রিয়ার গোলরক্ষক দুর্দান্ত দক্ষতায় প্রতিহত করেন। কয়েক মিনিট পর রদ্রির দূরপাল্লার শট ডিফ্লেক্ট হয়ে অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়। একের পর এক আক্রমণে অস্ট্রিয়ার রক্ষণ চাপে পড়ে যায়। পরিস্থিতি বদলাতে ৬০ মিনিটে একসঙ্গে মার্কো আরনাউটোভিচ এবং সাসা কালাইজডজিচকে মাঠে নামান অস্ট্রিয়ার কোচ। বদলি হিসেবে নেমেই কালাইজডজিচ একটি ভালো সুযোগ তৈরি করেছিলেন, কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেননি। সেই ব্যর্থতার মূল্য খুব দ্রুতই দিতে হয়। ৬৬ মিনিটে স্পেন দ্বিতীয় গোল করে ম্যাচ কার্যত নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। বাঁ দিক দিয়ে অ্যালেক্স বায়েনার নিখুঁত ক্রস থেকে শক্তিশালী শটে বল জালে জড়িয়ে দেন পেদ্রো পোরো। এই গোলের পর অস্ট্রিয়ার লড়াই অনেকটাই ভেঙে পড়ে। স্পেন এরপরও আক্রমণের গতি কমায়নি। বরং আরও ব্যবধান বাড়ানোর জন্য ধারাবাহিকভাবে সুযোগ তৈরি করতে থাকে। ম্যাচের ৮৫ মিনিটে অসাধারণ দলগত আক্রমণ থেকে ইয়ামালের শট গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন অস্ট্রিয়ার এক ডিফেন্ডার। তবে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় গোল আর আটকানো যায়নি। ৮৯ মিনিটে মার্ক কুকুরেয়ার চমৎকার থ্রু পাস ধরে নিখুঁত ফিনিশে নিজের গোল সম্পূর্ণ করেন ওয়ারসাবাল। তাতেই ৩-০ ব্যবধানে নিশ্চিত হয় স্পেনের জয়। স্কোরলাইন ৩-০ হলেও ম্যাচের চিত্র বলছে, ব্যবধান আরও বড় হতে পারত। স্পেন একাধিক নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট করেছে। বলের দখল, পাসের নির্ভুলতা, আক্রমণের বৈচিত্র্য এবং রক্ষণে শৃঙ্খলা;সব দিক থেকেই তারা ছিল অস্ট্রিয়ার চেয়ে অনেক এগিয়ে। এই জয়ের মাধ্যমে স্পেন শুধু প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করল না, একই সঙ্গে বিশ্বকাপের অন্যতম শিরোপা দাবিদার হিসেবেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল। লামিন ইয়ামাল, অ্যালেক্স বায়েনা, পেদ্রো পোরো, রদ্রি ও ওয়ারসাবালের মতো ফুটবলারদের দুরন্ত ছন্দ দেখে স্পষ্ট, টুর্নামেন্ট যত এগোবে, স্পেনকে থামানো ততই কঠিন হয়ে উঠবে।